সুদানে বিমান হামলায় কয়েকশ' মানুষ নিহত

সারে-জমিন

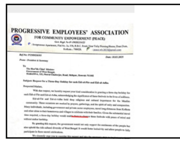

ঈদে তিন দিন ছুটির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি 'পিস'-এর

রূপসী বাংলা

পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য কি ভারতের নাগরিকরা তৈরি?

সম্পাদকীয়

শত বছরে ধরে জঞ্জালের পাহাড় থেকেই ধ্বস নামছে: ফিরহাদ

সাধারণ

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের সঙ্গে ড্র করল ভারত

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২৬ মার্চ, ২০২৫
১১ চৈত্র ১৪৩১
২৫ রমজান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 83 ■ Daily APONZONE ■ 26 March 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

লন্ডনে বাণিজ্য সম্মেলনে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী

বাংলায় বেকারত্ব ও দারিদ্রতা ব্যাপক হারে কমেছে: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী লন্ডনে ভারতীয় দূতাবাসে মঙ্গলবার বাণিজ্য সম্মেলনে রাজ্যের সাফল্য নিয়ে বর্ণনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে ভারতীয় দূতাবাসে প্রবেশের পর তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। লন্ডনে নিয়োজিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিক্রম কে দুরাইস্বামী মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে চা পানের আয়োজন করেন। তাদের মধ্যে আলাপচারিতা হয়। তারপর মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী যোগ দেন বাণিজ্য সম্মেলনে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ব্রিটিশ শিল্প মহলকে বুঝিয়ে দেন পশ্চিমবঙ্গ এখন শিল্পে বিনিয়োগের জন্য উর্বর ভূমি। আর সেই সঙ্গে জানান দেন, বাংলা ক্রমে ক্রমে বেকারত্বের বেড়াজাল থেকে ব্যাপক অগ্রগতির পথে। এমনকী বাংলায় মেয়েরা যে ক্ষমতায়নেরে মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেই সাফল্যের খতিয়ানও তুলে ধরেন তিনি। বলেন, বাংলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথাও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের শহরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে একসঙ্গে থাকেন। এখানে সব উৎসব সমান ভাবে পালিত হয়। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকে। আমাদের সব আছে। কিন্তু বাংলার

গৌরব নষ্ট হয়েছে আমাদের আগের সরকারের জন্য।

স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে কয়লা শিল্প যেমন তার বক্তৃতায় স্থান পেয়েছে তেমনি তিনি দাবি করেছেন বাংলায় ক্রমে ক্রমে গরিবি কমছে। বাণিজ্য সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, দেশ জুড়ে বেকারত্ব বাড়লেও বাংলায় তা কমেছে। ২০১৭-২০১৮ থেকে ২০২৩-২০২৪ সালের মধ্যে বেকারত্ব কমেছে ৪৬ শতাংশ। এর পাশাপাশি তিনি ৯৪টা সামাজিক প্রকল্প চালুর কথা উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে দারিদ্রতা হ্রাস পাওয়ার কৃতিত্ব দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী। এ নিয়ে তিনি বলেন, দারিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষদের সকলকে আমরা খাবার তুলে দিয়েছি। ২০১১ সালে বাংলায় দারিদ্র সীমার নিচে ৫৭.৬০ শতাংশ মানুষ বসবাস করতেন। এখন এই শতাংশ হল ৮.৬০ শতাংশ। তাই বাংলায় বিনিয়োগ করলে যে ক্ষতির মুখ দেখতে হবে না, তা নিয়ে ব্রিটিশদের আশ্বস্ত করেন। এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে তিনি কলকাতা থেকে সরাসরি লন্ডনগামী বিমান চালুর করার জন্য ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্রতি আহ্বান জানা। তার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে মমতা দাবি করেন, কলকাতা থেকে লন্ডনে আসতে প্রায় ১৬ ঘন্টা সময় লেগেছে। সরাসরি হলে কম সময় লাগবে। আর এই রুট যে বিমান সংস্থা লাভবান তা বিমানের ভর্তি আসনকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বাংলায় নারী ক্ষমতায়নের প্রাধান্য দেওয়ার তত্ত্ব তুলে ধরে বলেন, আমি দুবারের কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছিলাম। কয়লা মন্ত্রী ও ক্রীড়ামন্ত্রীও ছিলাম। সাত বারের সাংসদ। এখন তিনবারের বিধায়ক। আমরা যেখানে ভারতীয় সংসদে ৩৩ শতাংশ মহিলাদের সংরক্ষণের জন্য আলোচনা করি। সেই সময় আমার দলে ৩৯ শতাংশ মহিলা নির্বাচিত সাংসদ। আর পুরসভা কিংবা পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে তা প্রায় ৫০ শতাংশ।

পর্যটন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের পর্যটন খুব উন্নত। কারণ, আমাদের এখানে তিনটি বিষয় আছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, মিরিক। এখান থেকে সূর্যোদয় দেখা যায়। তাই ভিটামিন-ডি ও পাবেন। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে কম খরচে গরিব মানুষ চিকিৎসা করান।

মুখ্যমন্ত্রী একদিকে যেমন জঙ্গলমহলের কথা তুলে ধরেন তেমনি আন্তর্জাতিক ঐতিহ্য সুন্দরবনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, সুন্দরবনে রয়েল বেঙ্গল টাইগার আছে। আর বাংলা রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো লড়ে যাচ্ছে।

প্রথম নজর

বিহার বোর্ডের দ্বাদশে কলা বিভাগে প্রথম সাকিব, ২য় রোকেয়া

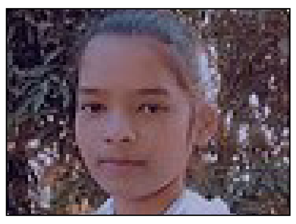

কলা বিভাগে যৌথ প্রথম সাকিব শাহ ও যৌথ ২য় রোকেয়া ফাতিমা

আপনজন ডেস্ক: বিহার বোর্ড দ্বাদশ শ্রেণীর ফলাফল প্রকাশ করেছে। এর সাথে সাথে মেধা তালিকায় থাকা প্রথম পাঁচজনের তালিকাও প্রকাশ করেছে। বিহার বোর্ড ইন্টরমিডিয়েটের ফলাফলে মেয়েরা তিনটি শাখাতেই শীর্ষস্থান দখল করেছে। প্রিয়া জয়সওয়াল ৪৮৪ (৯৬.৮%) নম্বর পেয়ে বিজ্ঞান বিভাগে শীর্ষস্থান অর্জন করেছেন। রোশনি কুমারী ৪৭৫ (৯৫.০০%) নম্বর পেয়ে বাণিজ্য বিভাগে শীর্ষে। অঙ্কিতা কুমারী ও সাকিব শাহ ৪৭৩ (৯৪.৬%) নম্বর পেয়ে যৌথভাবে কলা বিভাগে শীর্ষস্থান অর্জন করেছেন। সাকিব শাহ বক্সারের বাসিন্দা। কলা বিভাগে যৌথভাবে দ্বিতীয় মস্থান অধিকার করেছেন বেগুসরাইয়ের রোকেয়া ফাতিমা। বিহারের বক্সারের বাসিন্দা সাকিব শাহের ইংরেজি ছাড়া বাকি সব বিষয়েই ৯০-এর বেশি নম্বর। ভূগোলে সর্বোচ্চ ৯৮ নম্বর পেয়েছেন। ইতিহাসে ৯৭ নম্বর পেয়েছেন। সাকিব শাহ ৪৭৩ নম্বর এবং ৯৪.৬১ শতাংশ পেয়েছেন। তার প্রাপ্ত নম্বর হল, ইংরেজি - ৮৮, হিন্দি - ৯৪, ইতিহাস - ৯৭, রাষ্ট্রবিজ্ঞান - ৯৫, ভূগোল - ৯৮, উর্দু - ৭৮ (অতিরিক্ত বিষয়)। অন্যদিকে বেগুসরাইয়ের রোকেয়া ফাতিমা ৪৭১ নম্বর পেয়ে কলা বিভাগে অনুষ্কা কুমারীর সঙ্গে যৌথভাবে দ্বিতয় স্থান অধিকার করেছেন। উল্লেখ্য, বিহার বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণীতে শীর্ষস্থান অর্জনকারী রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ পাবেন ২ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী পাবে ১.৫ লক্ষ টাকা। তৃতীয় স্থান অধিকারী পাবেন ১ লক্ষ টাকা । চতুর্থ থেকে দশম স্থানাধিকারী পাবেন ৩০,০০০ টাকা পাবেন।

'ইন্ডিয়া' জোট ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়বে, ঘোষণা কংগ্রেসের

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার কংগ্রেস ঘোষণা করেছে যে তারা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স (ইন্ডিয়া) ব্লকের অংশ হিসাবে বিহারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং মুখ্যমন্ত্রীর মুখের বিষয়ে সিদ্ধান্ত একটি "সম্মিলিত সিদ্ধান্ত" হবে।

দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি ভবনের সদর দফতরে বিহার ইউনিটের নেতাদের সঙ্গে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তিন ঘণ্টার কৌশলগত বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের সভাপতিত্বে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কে সি বেণুগোপাল, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির ইনচার্জ কৃষ্ণ আল্লাভারু, বিহার কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ কুমার এবং তাঁর পূর্বসূরি অখিলেশ প্রসাদ সিং প্রমুখ। তিনি বলেন, বিহারে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বিহারের মানুষ উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। নিয়োগ পরীক্ষায় কারচুপি, প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং বেকারত্বের কারণে তরুণদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ রয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি পোস্টে খাড়্গে এক কথা বলেন।

খাড়্গে বলেন, বৈঠকে বিহারের প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং কংগ্রেসকে শক্তিশালী করা এবং আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। রাহুল গান্ধি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে লিখেছেন, রাজ্য পরিবর্তন ও ন্যায়বিচারের যুগ আনতে প্রস্তুত।

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সম্মেলনে আল্লাভারু বলেন, বিহারের নেতারা তাদের মতামত তুলে ধরেছেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে একটি কৌশল তৈরি করা হয়েছে। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে বিজেপি ও তার সহযোগীদের মোকাবিলা করব। যখন ভারতীয় জোট বসবে, তখন আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা হবে, মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন কি হবেন না, মুখ্যমন্ত্রী মুখ ঘোষণা করা হবে কি না, তখন সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। রাষ্ট্রীয় জনতা দলের তেজস্বী যাদব ভারতীয় ব্লকের মুখ্যমন্ত্রী মুখ হবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, এখনই এ বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

আল-আমীন জামে মসজিদ ট্রাস্ট

বিশ্বাস ও পবিত্রতাই এখানে প্রবেশের মুখ্য শর্ত

প্রিয় সুধীজন,
আসসালামো আলায়কুম

শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধের মিশ্রণ না ঘটলে শিক্ষা পরিপূর্ণতা পায় না। পড়ুয়াদের মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে ক্যাম্পাসগুলোতে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে তার সুফল পড়ুয়ারা পাবে এবং ওই ক্যাম্পাসগুলির পরিবেশের পবিত্রতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি হবে ইনশাআল্লাহ্।

আল-আমীনের খলতপুর এবং বেলডাঙা ক্যাম্পাসে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। বেলডাঙা ক্যাম্পাসের মসজিদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। খলতপুরের কাজ এখনো চলছে। শেষ করতে প্রায় ০১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। ক্রমে আরও কয়েকটি ক্যাম্পাসে মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

নির্মীয়মাণ আল-আমীন জামে মসজিদ খলতপুর।

আল-আমীন জামে মসজিদ বেলডাঙা।

আমাদের আশা, বিগত কয়েক বছর যেমন আপনারা পবিত্র মসজিদ নির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, এবারও তা বজায় রেখে সাদকায়ে জারিয়ার অংশীদার হবেন।

এই মহৎ উদ্দেশ্যে সরাসরি আপনার দান পাঠাতে পারেন নীচের অ্যাকাউন্ট নম্বরে।

Bank Details
Al-Ameen Jame Masjid Trust
A/C No.: 2618 0100 1064
ICICI Bank, Bagnan Branch
IFSC- ICIC0002618
Scan & Pay

দান পাঠিয়ে বিশদ তথ্য 83730 58744, 62914 37738, 91430 92921 নম্বরে SMS/ WhatsApp মারফত পাঠাতে অনুরোধ জানাই।

আপনাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ওপর আশা রাখছি। আমীন।

২৫ রমজান ১৪৪৬ | ২৬ মার্চ ২০২৫
খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

এম নুরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৮৩৭৩০ ৫৮৭৪৪
সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ ফোন: ৮৩৭৩০ ৫৮৭২২, ৯৮৭৪৫ ২৬৩৯৪
সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬

আল-আমীন মিশন

জাতির সেবায় ৩৯ বছর

জাকাতের অর্থ পবিত্রতা আর বৃদ্ধি | জাকাত সম্পদের মর্যাদা বাড়ায়

প্রিয় সাথী,
আসসালামো আলাইকুম

একটি ভাবনা থেকে জাকাত সংগ্রহের মধ্য দিয়ে একটি উদ্যোগের শুরু ৪৯ বছর আগে। একটি মাদ্রাসা। ৩৯ বছর আগে ওই মাদ্রাসার কক্ষে মাত্র ৭ জন ছাত্রকে নিয়ে শুরু হয় একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান। উদ্দেশ্য ছিল, দ্বিতীয় অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে একটা পরিবার গড়ে তোলা। আজ বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ৭০ হাজারের এক বৃহৎ পরিবার— আল-আমীন মিশন।

মাদ্রাসা ও মিশনের প্রথম ভবন।

৪৭ হাজার প্রাক্তনী, তারা আজ স্বমহিমায় বিরাজ করছে রাজ্যে, দেশে ও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। বর্তমানে ২৩ হাজার আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী, ৭৬-টি ক্যাম্পাসে পাঠরত। যাদের মধ্যে প্রায় ৭০০ এতিম-সহ ৫ হাজারের ওপর নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা। এদের খরচ বহন করতে বছরে ভর্তুকি লাগে ১০ কোটি টাকার ওপর।

নির্মীয়মাণ ভবন। দি সেন্টার অফ এক্সেলেন্স। নিউটাউন, কলকাতা। ২ একর জমির উপর ৯ তলা ভবন, আয়তন ২,৪৪,৫৮৬ বর্গফুট।

এই মহান উদ্যোগের ফলে হাজার-হাজার পরিবার, যাদের উপর জাকাত ও হজ্ব ফরজ ছিল না, আলহামদুলিল্লাহ্ আজ ওইসব পরিবারের ছেলে-মেয়েরা সেই ফরজ আদায়ের সামর্থ্য অর্জন করছে। সুনাগরিক হয়ে দেশের সম্পদ হয়ে উঠছে।

এই কাজে আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা বরাবরই পেয়েছি আমরা। তাই সকলের কাছে বিনীত আবেদন— এই মহৎ কাজে শরিক হোন।

আপনি সরাসরি জাকাত পাঠাতে পারেন নীচের অ্যাকাউন্ট নম্বরে।

Bank Details
Al-Ameen Mission Trust
A/C No.: 2618 0100 1068
ICICI Bank, Bagnan Branch
IFSC- ICIC0002618
Scan & Pay

জাকাত পাঠিয়ে বিশদ তথ্য 83730 58744, 62914 37738, 91430 92921 নম্বরে SMS/ WhatsApp মাধ্যমে পাঠাতে অনুরোধ জানাই।

আপনার দান ভারতীয় আয়কর আইনের '৮০ জি' ধারায় আয়করমুক্ত।

আপনাদের সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ওপর আশা রাখছি।

আমরা সকলে মিলে সবার জন্য দোওয়া চাই, যাতে আমরা দুনিয়া এবং আখেরাতেও ভালো থাকি। আমিন।

২৫ রমজান ১৪৪৬ | ২৬ মার্চ ২০২৫
খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া

এম নুরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, আল-আমীন মিশন
প্রতিষ্ঠাতা, খলতপুর হাই মাদ্রাসা (উচ্চ-মাধ্যমিক)

রেজিস্টার্ড অফিস: খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া, ফোন: ৮৩৭৩০ ৫৮৭৪৪ সিটি অফিস: ৫৩বি ইলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬ ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬
সেন্ট্রাল অফিস: ডি জে ৪/৯, নিউটাউন, কলকাতা ৭০০ ১৫৬ ফোন: ৮৩৭৩০ ৫৮৭২২, ৯৮৭৪৫ ২৬৩৯৪

প্রথম নজর

মৌসুনি দ্বীপের লোকালয়ে কুমির আতঙ্ক

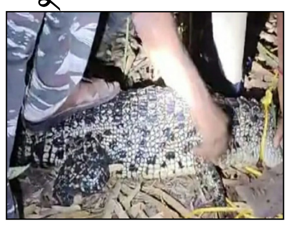

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সাগর

আপনজন: এবার মৌসুনি দ্বীপের লোকালয়ে কুমিরআতঙ্ক চাঞ্চল্য ছড়ালো।সোমবার রাতে প্রায় কয়েকঘণ্টা লুকোচুরির পর বনদপ্তরের পাতা ফাঁদে ধারা পড়ে কুমিরটি। আর এই ঘটনায় পর্যটক ও স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ।বনদপ্তর সূত্রে জানা যায়, দিনকয়েক আগেই লোকালয়ে একটি পুকুরে কুমিরটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখেন বাসিন্দারা।খবর দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায়। বিষয়টি জানানো হয় বনদপ্তরকে। বনকর্মীরা উপস্থিত হওয়ার পরে চিৎকার শুনে সেখান থেকে পালায় কুমিরটি। কাছে থাকা পুকুরজুড়ে তল্লাশি শুরু করে বনদপ্তরের কর্মীরা। বিস্তর খোঁজাখুজির পর তাঁর খোঁজ মেলে অন্য এক পুকুরে। সোমবার রাতে দেখা যায় কুমিরটি স্থান পরিবর্তন করে মানিক দাস নামে অন্য এক ব্যক্তির পুকুরে চলে গেছে। সোমবার রাতে স্থানীয়দের নজরে পড়ে কুমিরটি।

গাইঘাটায় রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গাইঘাটা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গাইঘাটার গাজনাতে অনুষ্ঠিত হলো স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব, ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প, স্বল্পমূল্যে প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা শিবির। নানাবিধ সামাজিক কর্মকান্ডে যুক্ত থাকা সুটিয়ার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গাজনা ছায়াবীথি ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে এই সেবামূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করা হয়। সংস্থার প্রধান বিশিষ্ট শিক্ষক অর্ঘ্য সাহা বলেন, ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে এলাকার বহু মানুষ উপকৃত হলেন, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুরা চিকিৎসা পরিষেবা দেন।
বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেডস ফাউন্ডেশনের ড. শাহজাহান মন্ডল, আলফাজ হোসেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডা. দেবাশীষ মন্ডল, ডা. এনসি কর, ডা সজল বিশ্বাস, প্রমুখ।

ঈদে তিন দিন ছুটির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি ‘পিস’-এর

আব্দুস সামাদ মন্ডল ● কলকাতা

আপনজন: চাঁদ ওঠার পার্থক্যের ঈদের নির্ধারিত দিন আগে থেকে জানা সম্ভব হয় না। যেহেতু ঈদ উল ফিতর রমজান মা ২৯ দিন না ৩০ দিন তার উপর নির্ভর করে তাই সম্ভাবত্যর উপর না থেকেঈদের তিনদিন সরকারি ছুটি দেওয়ার দাবি তুলল মূলত সরকারি সংখ্যালঘু চাকুরিজীবীদের সামাজিক সংগঠন প্রগ্রেসিভ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট (পিস)। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৫ শতাংশ সংখ্যালঘুদের প্রধান উৎসব ঈদ-উল-ফিতর আসন্ন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজন রুটি রুজির সন্ধানে কিংবা শিক্ষা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। আমাদের রাজ্যে বেশিরভাগ পরিযায়ী শ্রমিকরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তারা বিহার, কেরালা, দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বাই ইত্যাদি রাজ্যে কাজ করেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রধান উৎসব ঈদ-উল-ফিতর পালন করার জন্য তারা ভিন রাজ্য থেকে নিজের বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন , বিদ্যুৎ , পঞ্চায়েত, পৌরসভা ইত্যাদি দপ্তরে

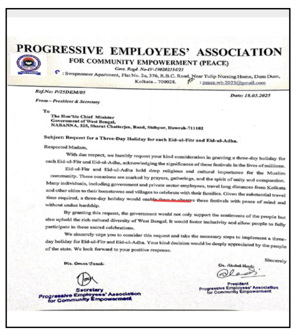
PROGRESSIVE EMPLOYEES' ASSOCIATION
FOR COMMUNITY EMPOWERMENT (PEACE)

Subject: Request for a Three-Day Holiday for each Eid-ul-Fitr and Eid-ul-Adha.

কর্মরত বহু চাকরিজীবী রাজ্যের এক জেলা থেকে অন্য জেলায় রাষ্ট্রীয় পরিষেবা দিয়ে থাকেন। রাজ্যের সমগ্র সংখ্যালঘু মানুষজনের ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা ভেবে প্রগ্রেসিভ এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি এমপাওয়ারমেন্ট (পিস) সংগঠন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঈদ-উল-ফিতর পালনের জন্য তিন দিন ছুটি বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়েছে। পিস সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর ছাড়াও সংখ্যালঘু দপ্তরের সেক্রেটারিয়েট আধিকারিক পিবি সেলিম, শাকিল আহমেদ এবং সংখ্যালঘু প্রতিমন্ত্রী মাননীয় তাজমুল হোসেনকে বিষয়টি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

সর্বদলীয় বৈঠকে শামিল জেলাশাসকও

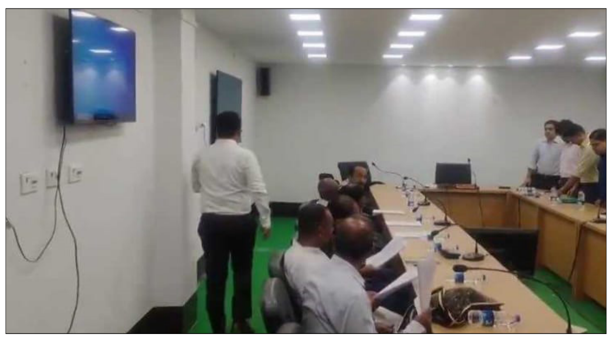

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: জেলাশাসকের উপস্থিত মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হলো সর্বদলীয় বৈঠক। মূলত ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সংশোধনের সময় তৃণমূল পর্যায়ে স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই এই সর্বদলীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে অবস্থিত জেলার প্রশাসনিক ভবনের আত্রেয়ী সভাকক্ষে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) ডঃ হারিস রশিদ, মহাকুমা শাসক (সদর) সুব্রতকুমার বর্মন সহ জেলা প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। এ বিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, ‘নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের এই ধরনের সর্বদলীয় বৈঠক মাঝেমাঝেই করতে হয়। ইলেকশন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে আমরা সেটা করে থাকি। নির্বাচন সংক্রান্ত বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে আজ। মূলত বুথ লেভেল অফিসারদের সাথে রাজনৈতিক দলের তরফে একজন একজন প্রতিনিধি (এজেন্ট) থাকবার বিষয়ে বলা হয়েছে।’ জেলাশাসক আরো জানান, ‘বুথ লেভেলে এজেন্ট রাখার নির্দেশিকা আগে থেকে রয়েছে। ২০২৩ সালের আগস্ট মাসে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়ার তরফে একটি গাইড লাইনে বুথ লেভেলে একজন এজেন্ট রাখার জন্য বলা হয়েছিল। তবে সেটা বাধ্যতামূলক নয়। সেই বিষয়টি আবার শেয়ার করা হলো সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে।

বর্ধমানে রামনবমী কমিটির উদ্যোগে ইফতার মজলিশে সম্প্রীতির বার্তা প্রেরণ

এম এস ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পবিত্র রমজান মাসে পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরের মেহেদী বাগান রামনবমী কমিটির উদ্যোগে এক ব্যতিক্রমী দৃশ্যের সাক্ষী থাকল শহরবাসী। ধর্মীয় সম্প্রীতির অনন্য উদাহরণ তৈরি করে এই কমিটির হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা রোজাদার মুসলিমদের জন্য আয়োজন করলেন ইফতার মজলিস।
এই ইফতার মজলিসটি অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমান স্টেশন চত্বরে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, স্বরাজ ঘোষ, বর্ধমান পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং রামনবমী কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক।
এছাড়াও শহরের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে বসে ইফতার করেন, যা সম্প্রীতির এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে ধরা দিল। বিধায়ক খোকন দাস এদিন নাম না করে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক

দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “গোটা রাজ্যে একটি দল হিন্দু-মুসলিম বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে। কিন্তু বাংলার মাটিতে এই ধরনের বিভেদ কখনোই সফল হবে না। এখানে রামনবমী হোক বা ঈদ, সব উৎসব আমরা একসঙ্গে পালন করি। এই ইফতার মজলিস তারই প্রমাণ।”
তিনি আরও বলেন, “বাংলার মানুষের ঐক্য ও সম্প্রীতি বরাবরই দেশের মধ্যে নজির গড়ে এসেছে। এখানকার মানুষ ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকেন।”
রামনবমী কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই ইফতার মজলিস শুধুমাত্র ধর্মীয় সৌহার্দ্যের প্রতীক নয়, বরং সমাজে সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার একটি উদ্যোগ। মেহেদী বাগান রামনবমী কমিটির সভাপতি বলেন, “আমরা প্রতিবছর এই ইফতার মজলিস আয়োজন করি। আমাদের কাছে উৎসব মানে মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া। ধর্মীয় বিভেদ ভুলে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে এই দিনে সামিল হই।”
এদিনের ইফতার মজলিসে দেখা গেল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন মুসলিম রোজাদারদের জল পান করিয়ে দিচ্ছেন, খাবার পরিবেশন করছেন এবং একসঙ্গে খাবার ভাগ করে নিচ্ছেন। এমন হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য বর্ধমান শহরের সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের চিত্র আরও উজ্জ্বল করে তুলল।
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যখন ধর্মীয় বিভাজনের অভিযোগ উঠছে, তখন বর্ধমান শহরের এই উদ্যোগ সমস্ত বিভেদকে দূরে সরিয়ে সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিল।
স্থানীয়দের মতে, এই ধরনের উদ্যোগ সমাজের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করবে এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে আরও কাছাকাছি নিয়ে আসবে।
এভাবেই বর্ধমান আবারও প্রমাণ করল, এখানে ধর্ম নয়, মানুষই মানুষের পরিচয়।

৩০ বছর পর সমবায় নির্বাচন দাবি কামালপুর সমবায় সমিতির সদস্যর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● লোহাপুর

আপনজন: ৩০ বছর পর এই প্রথম সমবায় নির্বাচন। সেখানে তৃণমূলকে ঠেকাতে এক জোট হলো বিজেপি এবং সিপিএম। যাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।
মঙ্গলবারের দিন এমনি চাঞ্চকর ঘটনাটি ঘটে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের শীতলগ্রাম অঞ্চলের কামালপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সমবায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। কারণ তৃণমূলের অভিযোগ হচ্ছে এই রামধনু জোট গ্রাম অঞ্চলে তলে তলে তৃণমূলকে হারাতে কাজ করে চলেছে। তা সেটা একেবারেই স্পষ্ট। অন্যদিকে বিরোধীরা যেটা দাবি করেছে সেটা হচ্ছে সব জায়গাতে ভয় দেখিয়ে ভোট না করে সমবায় দখল করে চলেছে শাসক দল তৃণমূল। সেক্ষেত্রে এবার সেটা হবে না বুঝতে পেরে তৃণমূল এখন থেকেই পিছে হঠতে শুরু করেছে। দীর্ঘ আন্দোলনের পর এই প্রথম সমবায় নির্বাচন হতে চলেছে কামালপুর সমবায়ে। এমনই দাবি সমবায়ের সদস্য

উত্তম মন্ডলের।তবে এই কামালপুর কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা ৬ টি। তার মধ্যে জেনারেল ৪ জন, এসসি এসটি ১ জন এবং ১ জন মহিলা সদস্য নিয়ে সর্ব মোট ৬ টি আসনে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সমবায়ের সদস্যরা। সমবায়ের মোট ভোটার সদস্য সংখ্যা ৩৫৬ জন। তার মধ্যে কয়েক জন মৃত সদস্যর নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। আগামী দিনে মৃত সদস্যদের নাম বাদ দিয়ে আসল সদস্যদের ভোটার তালিকা সমবায়ের অফিসে টাঙিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন নলহাটি ২ নম্বর ব্লক সমবায় পরিদর্শক তথা ভারপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসার রাকেশ রোশন।
তবে সোমবার মঙ্গলবার এই দুই দিন ধরে সবাই নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন পত্র দাখিল করেন শাসক এবং বিরোধীদলের সদস্যরা। সোমবারের দিন শাসক দল তৃণমূলের পক্ষ থেকে ছয় জনের নামে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার বিরোধী দলের বিজেপি এবং সিপিএমের সদস্যরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

নিরাপত্তারক্ষী বাড়ানো হল মন্ত্রী সাবিনার

নাজমুস সাহাদাত ● মোথাবাড়ি

আপনজন: মালদায় একের পর এক তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় নিরাপত্তারক্ষী বাড়ানো হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন ও সেচ ও জলপথ, স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী তথা মোথাবাড়ি বিধানসভার বিধায়িকা সাবিনা ইয়াসমিনের। চলতি বছরের শুরুতেই মালদহ শহরের ঝলঝলিয়া এলাকার মহানন্দাপল্লীতে নিজের ওয়ার্ডেই শুট আউট হন ইংরেজবাজার পৌরসভার কাউন্সিলর তথা মালদা তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক জেলা সহ সভাপতি প্রবীণ নেতা দুলাল সরকার। নিজের ওয়ার্ডেই গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল বাবলা সরকারকে। তারপর কালিয়াচকের যদুপুর অঞ্চলের সালেপুর মোমিনপাড়া এলাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে তৃণমূল কর্মী হাসা সেখের মৃত্যু হয়। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত হন তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি বকুল সেখ ও নওদা যদুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান এসারুদ্দিন রাজু সেখ। এরপরে কালিয়াচক-৩ নং ব্লকের বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার বীরনগর বাজারের কাছে একটি মদের আসরে শুটআউটের ঘটনা ঘটে। তাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রদীপ কর্মকার ও নিরঞ্জন দাসের মৃত্যু হয়। কালিয়াচকের আকন্দবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রামনগর পাঁচুয়াটোলায় মদ ভাটির পিছন দিকে শুটআউটের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন মারা যান। কিছুদিন আগেই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিত্রী মিত্রের মালদহ শহরের সদরঘাট এলাকার বাড়ির পিছনে শুটআউটে গুলিবিদ্ধ হন এক যুবক।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্ববঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের অনুষ্ঠানে চাঁদের হাট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: বিশ্ববঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতার উইসডম ট্রি ক্যাফেতে বসেছিল বাংলা ভাষা চর্চার আসর। অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল, ‘ বাংলা আমার প্রাণের ভাষা’। গান, কবিতা ও শ্রুতি নাটকের সমন্বয়ে তিন ঘন্টার টান টান অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন শ্রোতারা। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিশিষ্ট সাংবাদিক শঙ্করলাল ভট্টাচার্য বাঙালির বাংলা ভাষা চর্চার বিষয়টির উপরে আলোকপাত করেন। এর পরে ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, লাজবন্তী রায়, প্রাক্তন আমলা যাদব মণ্ডল, তাপস চৌধুরী, সাংবাদিক প্রবাল গঙ্গোপাধ্যায়, দীপঙ্কর রপ্তান, অনুপ চক্রবর্তীর মতো অনেকে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সোমেশ নাথ ও মধুচন্দা ভট্টাচার্যের কণ্ঠ নাটক সকলের প্রসংশা অর্জন করে। বিশ্ববঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের সম্পাদক ফিরোজ হোসেন বলেন, সারা বিশ্বের সংস্কৃতিমনষ্ক বাঙ্গালীদের এক ছাতার নিচে আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা দেওয়া হয় অতিরিক্ত সচিব ও লেখক সুদীপ্ত পড়েল, অধ্যাপক আজিজুল বিশ্বাস, যুগ্ম সচিব ও লেখক রাজীব শ্রাবণ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য অধ্যাপক রাজকুমার কোঠারি। সমগ্র অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন শ্রাবণী চ্যাটার্জী ও মধুবন চক্রবর্তী।

পীরনগর দরবার শরীফে ইফতার মজলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার আরামবাগের মায়াপুর পীরনগর দরবার শরীফের হুজুর কেবলার নিজ বাসভবনে ইফতার মজলিস ও দোয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কে জি এন মার্বেল গ্রুপের কর্ণধার আলহাজ্ব সেখ সিরাজুল হক, এ,জে, ট্রাভেলসের কর্ণধার শেখ সাহেব,পীরনগর দরবার শরীফের মুখ্য নির্দেশক পীরজাদা মাওলানা আবুল কাশেম, পীরজাদা মাওলানা আব্দুল্লাহ , পীরজাদা মাওলানা কালিমুল্লাহ, পীরজাদা মাওলানা আব্দুল হালিম, পীরজাদা মাওলানা আবুল বাশার, মৌলানা মৌলানা আবু মুসা সাহেব, বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখ নাজিবুল ও জাহির আব্বাস সহ অন্যান্য ধর্মীয় আলেমগণসহ বিশিষ্টজনেরা।

এপ্রিল থেকে ডিএ ৪ শতাংশ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর।আর বেশি দেরি নেই! আগামী মাস থেকে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতাবাড়তে চলেছে। চার শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বাড়ল রাজ্য সরকারি কর্মীদের! পয়লা এপ্রিল ২০২৫ থেকে এই বর্ধিত ডিএ কার্যকর হবে। রাজ্যের কয়েক লক্ষ সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগী এই সুবিধা পাবেন। স্বস্তিতে সরকারি কর্মীরা। কেন্দ্রের কর্মীদের সঙ্গে রাজ্যের কর্মীদের ডিএ-এর ফারাক কমে দাঁড়াল ৩৫ শতাংশে। রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে উপকৃত হবেন, সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষক-সহশিক্ষক কর্মী, পুরসভা,

পঞ্চায়েতের কর্মী এবং পেনশন প্রাপক-সহ রাজ্যের সব সরকারি কর্মী। অর্থাৎ ১ এপ্রিলথেকে রাজ্যের কর্মীরা ৩৩ শতাংশ ডিএ পাবেন।কয়েকদিন আগেই মহার্ঘ ভাতা বাড়ার কথা ঘোষণা করেছিল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেটে ৪ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করল রাজ্য সরকার।
৪ শতাংশ ডি এ বর্ধিত করায় খুশি কর্মীরা। গত বছর বাজেটের পর আর ডিএ বৃদ্ধির পথে হাঁটেনি নবান্ন। এক বছর পর এই ঘোষণা করল রাজ্য সরকার।
এই ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির পর কেন্দ্র ও রাজ্যের ডিএ-এর মধ্যে ফারাক ৩৫ শতাংশ। বাজেটে অর্থমন্ত্রী ডিএ বৃদ্ধির কথা ঘোষণার পরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ৩৫ শতাংশের ফারাকও ধীরে ধীরে কমে আসবে।মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানিয়েছিলেন, ‘সবটাই ক্লিয়ার করব আমরা। ফেজ বাই ফেজ হবে। কোনও কিছু তো এক দিনে করা সম্ভব নয়।’

হাসপাতালে গিয়ে মহাজুরা বিবির জন্য রক্তদান গ্রামপ্রধান সঞ্জীবের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাদুড়িয়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাদুড়িয়ার কুলিয়া গ্রামের বছর পয়তাল্লিশ-এর মহাজুরা বিবি দিন চারেক আগে তীব্র বুকে ব্যাথা নিয়ে ভর্তি হন বসিরহাট সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানান রোগী রক্তাল্পতায় ভুগছেন, দ্রুত রক্ত দিতে হবে। রোগীর স্বামী গফফার মন্ডল ব্লাড ব্যাংক এ-পজেটিভ রক্তের খোঁজ নিতেই ব্লাড ব্যাংকের তরফে জানানো হয় এই গ্রুপের রক্ত রেয়ার, একজন রক্ত দাতাকে রক্ত দিতে হবে। নিরুপায় হয়ে ফিরে আসে গফফার। খবর পৌঁছায় স্থানীয় নয়াবস্তিয়া মিলনী পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জীব মন্ডলের কানে। এ কথা জানতে পেরেই রোগীর আত্মীয়র সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রধান সঞ্জীব মন্ডল, বসিরহাট হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সঞ্জীববাবু জানান “ছোটবেলায় মাতৃহারা হয়েছি , দীর্ঘ কুড়ি বছর মানুষের কাজ করে চলেছি তার মধ্যে দুবার পঞ্চায়েত সদস্য এবং চলতি পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত

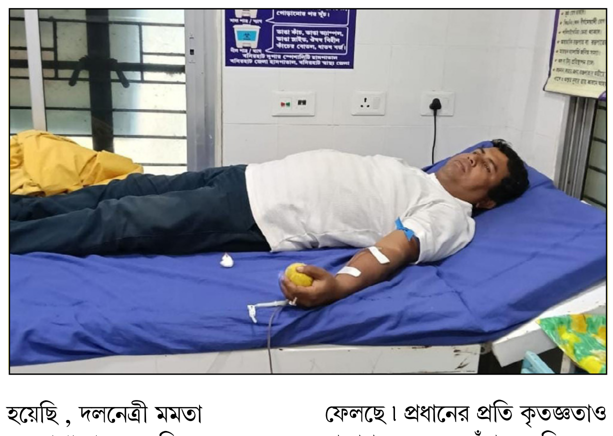

হয়েছি , দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে বিশ্বাস করি। রমজান মাস চলছিল, সকলেই রোজা আছেন তাদের পক্ষে দিনের বেলা রক্ত দেওয়া সম্ভব না আমি খবর পেয়ে ১ ইউনিট রক্ত দিলাম এবং যিনি অসুস্থ আছেন তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। মহাজুরা বিবির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের রক্তদান, একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির সৃষ্টি হয়েছে তেমনি মুমূর্ষ রোগীর পরিবার কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। প্রধানের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন তাঁরা। এ বিষয়ে বাদুড়িয়ার তৃনমূল নেতা জেলাপরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মুকাদ্দিম লিটন বলেন “ এটাই বাংলা সম্প্রীতি যেখানে এক সম্প্রদায়ের মানুষ রোজা রাখে এবং তাদের সমস্যায় আরেক সম্প্রদায়ের মানুষ এগিয়ে আসে এটা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বাংলায় ধর্মকে নিয়ে যারা রাজনীতি করে মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে চায় তাদের মোক্ষম জবাব দিল নয়াবস্তিয়া মিলনী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জীব মন্ডল।

ঈদ, রামনবমী উপলক্ষে শান্তি বৈঠক ও ইফতার মজলিশ লোকপুর থানায়

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর তথা ঈদ। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে লোকপুর থানার পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় স্থানীয় থানার সভাকক্ষে।খুশির উৎসব ঈদকে ঘিরে আনন্দ করতে গিয়ে যেন নিরানন্দ ডেকে না আনে তার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানানো হয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এও জানান জেলা যে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে ডিজে ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।তাই কোথাও ডিজে বাজানো চলবে না। খুশি মানাতে গিয়ে ছোট ছোট বাচ্চারা হেলমেট ছাড়া মোটরসাইকেল নিয়ে বেপরোয়াভাবে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাতে থাকে। যার ফলে অনেক

পরিবারে আনন্দের দিনে নিরানন্দ বয়ে আনে। সেখান থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়। অন্যদিকে রামনবমী উপলক্ষে এলাকায় কোথায় কোথায় পদযাত্রা বের হয় এবং অন্যান্য কর্মসূচি থাকে কিনা সে সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সর্বপরি ঈদ ও রামনবমী উপলক্ষে এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। উল্লেখ্য আলোচনা সভা শুরুর আগে লোকপুর থানার উদ্যোগে স্থানীয় থানা চত্বরে দাওয়াত এ ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি হেডকোয়ার্টার তৌহিদ আনোয়ার, চন্দ্রপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর চয়ন ঘোষ,লোকপুর থানার ওসি পার্থ কুমার ঘোষ,তৃনমূল, বিজেপির নেতৃত্ব সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্টজনরা।

ঈদ নিয়ে সমন্বয় সভা গলসি থানার

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সমন্বয় সভার আয়োজন করলো গলসি থানা। গলসি ১ ও ২ নম্বর ব্লক প্রসাশনকে সাথে নিয়ে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গলসি ২ ব্লক বিডিও অফিসের সভাকক্ষে ওই সমন্বয় সভাটি করা হয়। সভায় যোগদান করেন গলসি ১ ও গলসি ২ ব্লকের সকল মসজিদ কমিটির সদস্য ও ইমামরা। শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ পালনের লক্ষেই জেলা পুলিশের ওই আয়োজন বলে জানা গেছে। এদিন বিভিন্ন সচেতনতার বার্তার দেওয়ার সাথে সাথে, সকলে যাতে মিলেমিশে ঈদ পালন করতে পারে সেই বার্তাও দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সার্কেল ইন্সপেক্টর শৈলেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়, গলসি থানার ওসি অরুন কুমার সোম, বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ মহববুল হক, বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিক অগ্নিভ কুন্ডু সহ অনেকেই।

প্রথম নজর

অ্যান্টিমনির বিশাল মজুদ আবিষ্কার ইরানের

আপনজন ডেস্ক: ইরানের বেশ কয়েকটি স্থানে বিরল ধাতব পদার্থ 'অ্যান্টিমনি' আবিষ্কার হয়েছে। এই পদার্থটির প্রযুক্তিগত ও সামরিক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য বলে জানিয়েছে ইরানি খনি ও খনি শিল্প উন্নয়ন ও সংস্কার সংস্থা (আইএমআইডিআরও)।
প্রতিবেদন মতে, সংস্থাটি ইরানের আটটি স্থানে অনুসন্ধান প্রকল্পে ১০ বছর ব্যয় করে প্রায় ৭ হাজার মেট্রিক টন (এমটি) অ্যান্টিমনি মজুদ আবিষ্কার করেছে। এই খবর দিয়েছে প্রেস টিভি।
এতে বলা হয়েছে, নতুন আবিষ্কৃত মজুদের মধ্যে বৃহত্তম মজুদটি দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় সিস্তান ও বালুচেস্তান প্রদেশে অবস্থিত। ধারণা করা হচ্ছে, এই মজুদটি বিশ্বব্যাপী ধাতব পদার্থের সরবরাহের ১০ শতাংশের সমান। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অ্যান্টিমনির বিশ্বব্যাপী চাহিদা বেড়েছে। কারণ সৌর প্যানেল তৈরি এবং সংবেদনশীল সামরিক সরঞ্জাম তৈরিতে রাসায়নিক উপাদানটি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

গাজা নিয়ে অস্কারজয়ী তথ্যচিত্র নির্মাতা গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা নিয়ে নির্মিত অস্কারজয়ী তথ্যচিত্র 'নো আদার ল্যান্ড'-এর সহ-পরিচালক হামদান বাল্লালের ওপর হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীরা। মুখোশধারী বসতি স্থাপনকারীদের হামলার পর হামদান বাল্লালকেই গ্রেফতার করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, হামলার প্রত্যক্ষদর্শী পাঁচজন ইহুদি আমেরিকান কর্মী জানিয়েছেন, হেবরনের দক্ষিণে মাসাফের ইয়াত্তা এলাকার সুসিয়ায় প্রায় ১৫ জন সশস্ত্র বসতি স্থাপনকারীর একটি দল হামদান বাল্লালকে ঘিরে ফেলে এবং তার ওপর হামলা চালায়।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে সেন্টার ফর ইহুদি অহিংসার কর্মীদের একজন জোসেফ বলেন, হামলাকারীরা ফিলিস্তিনিদের দিকে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে এবং হামদানের বাড়ির কাছে একটি পানির ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে দেয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সামরিক পোশাক পরিহিত অন্যান্য বসতি স্থাপনকারীদের সাথে একদল সৈন্য ঘটনাস্থলে আসে। এরপর তারা হামদানকে তার বাড়িতে ধাওয়া করে। পরে তাকে ধরে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। তারা আরও বলেন, বসতি স্থাপনকারীরা পাথর ছুঁড়ে হামদানের গাড়ি ভেঙে ফেলে এবং একটি টায়ার কেটে দেয়। গাড়ির সমস্ত জানালা এবং উইন্ডশিল্ড ভেঙে ফেলা হয়েছে বলেও জানান তারা। হামলায় হামদান বাল্লাল আহত হন। এরপর ইসরায়েলি সেনাবাহিনী তাকে ধরে নিয়ে যায়। ইহুদি আমেরিকার অধিকার কর্মীদের কয়েকজন সদস্য হামলার ভিডিও ধারণ করে। তারা হামদানের ঘরে ঢুকে মেঝেতে রক্ত দেখতে পান। তাদেরকে পরিবারের একজন সদস্য জানিয়েছেন- হামদানের মাথায় আঘাত করা হলে এই ছিটিয়ে পড়ে।

সুদানে বিমান হামলায় কয়েকশ' মানুষ নিহত

আপনজন ডেস্ক: সুদানের দারফুর অঞ্চলের একটি বাজারে বিমান হামলায় কয়েকশ' মানুষ নিহত হয়েছেন।ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। খবরে বলা হয়, সুদানের যুদ্ধ পর্যবেক্ষক দল মঙ্গলবার দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে ওই হামলার জন্যে সেনাবাহিনীকে দায়ী করেছে। বার্তা সংস্থাটি বলছে, সুদানের প্রায় দুই বছরের গৃহযুদ্ধে উভয় পক্ষের নৃশংসতার তথ্যচিত্র তৈরি করেছে স্বেচ্ছাসেবক আইনি পেশাদারদের একটি জরুরি আইনজীবী দল (ইমারজেন্সি ল ইয়ারর্স গ্রুপ)। দলটি জানিয়েছে, সেনাবাহিনী বিমান হামলা চালিয়ে এসব নাগরিককে হত্যা করেছে এবং গুরুতর আহত করেছে বেশ কিছু লোক।' তবে, কখন এই হামলা হয়েছে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে জানায়নি। দারফুরে টেলিযোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে এএফপি নিশ্চিত করে নিহতের সংখ্যা জানাতে পারেনি।
সেনাবাহিনী এই হামলা সম্পর্কিত তাৎক্ষণিক মন্তব্য করার অনুরোধের জবাব দেয়নি। দারফুরের প্রায় পুরো অঞ্চল আরএসএফ-এর নিয়ন্ত্রণে। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোমবার সেখানে 'গণহত্যার' অভিযোগ এনে এর জন্যে সেনাবাহিনীকে দায়ী করেছে। বিশাল দারফুর অঞ্চলে বেসামরিক এলাকায় ব্যারেল বোমা হামলা, দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাস্তুচ্যুত শিবিরে আধা-সামরিক বাহিনীর হামলা এবং ব্যাপক জাতিগত সহিংসতাসহ যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহতার মুখোমুখি হয়েছে। আধাসামরিক বাহিনী দারফুরে অত্যন্ত সজ্জিত ড্রোন মোতায়েন করে থাকে। তবে, সেনাবাহিনী আকাশে যুদ্ধবিমান দিয়ে অঞ্চলজুড়ে আরএসএফ অবস্থানগুলোয় নিয়মিত হামলা চালিয়ে তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছে। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে আধা-সামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স(আরএসএফ)-এর সাথে সেনাবাহিনী লড়াই করে আসছে। যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছে, ১ কোটি ২০ লক্ষ লোককে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে।

বিক্ষোভে উত্তাল তুরস্ক, গ্রেফতার হাজারেরও বেশি

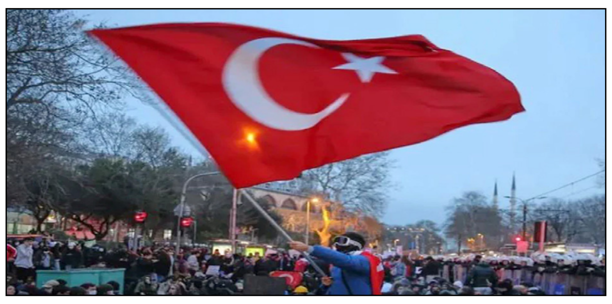

আপনজন ডেস্ক: ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুকে কারাগারে পাঠিয়েছে তুরস্কের একটি আদালত। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে পথে নেমেছেন দেশটির হাজারো নাগরিক। গত বুধবার থেকে শুরু হয়েছিল অশান্তি। প্রতিবাদ, বিক্ষোভে এখনও উত্তাল তুরস্ক। গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ-জমায়েতে শামিল হওয়া এবং অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে মোট এক হাজার ১৩৩ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ।
গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছেন দেশ-বিদেশের কমপক্ষে নয়জন সাংবাদিকও। তাদের বিরুদ্ধে ঠিক কী অভিযোগ আনা হয়েছে, তা যদিও স্পষ্ট নয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানাচ্ছে, ২০১৩ সালের পর থেকে এত বড় আকারের কোনো বিক্ষোভ দেখেনি তুরস্ক। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি তাদের এক প্রতিবেদনে জানায়, তুরস্কের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন, যেখানে ইস্তাম্বুলের মেয়র একরেম ইমামোগলুর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভের এক নতুন রূপ দেখানো হয়েছে। এই বিক্ষোভগুলোতে তুর্কি জনগণ তাদের হাঁড়ি-পাতিল বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে এবং 'অধিকার, অধিকার, ন্যায়বিচার' স্লোগান দিয়ে ইমামোগলুর গ্রেফতারের বিরোধিতা করছেন। তুরস্কের সরকার বিরোধীদের মধ্যে প্রচলিত এই স্লোগানটি ন্যায়বিচার ও অধিকারের দাবি। ইস্তাম্বুল ছাড়াও তুরস্কের আরো বেশ কয়েকটি শহরেও ঐ মেয়রকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ হচ্ছে। ইস্তানবুলের মেয়র তথা তুরস্কের প্রধান বিরোধী দল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি বা সিএইচপি-র নেতা একরেম ইমামোগুলকে প্রথমে মেয়র পদ থেকে অপসারিত করা হয় বুধবার।

দাবানলে জ্বলছে দক্ষিণ কোরিয়া, নিহত ৪

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের জানুয়ারিতেই দাবানলে পুড়েছে লস অ্যাঞ্জেলস। লেলিহান শিখা গ্রাস করেছিল হাজার হাজার বাড়ি। বড় বড় হলিউড স্টার থেকে সাধারণ মানুষ, প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে বাদ যাননি কেউই। এবার সেই ভয়াবহ ছবি এবার দক্ষিণ কোরিয়ায়।
দাবানলে পুড়ছে দক্ষিণের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ক্রমশই ছড়াচ্ছে আগুন। ইতিমধ্যেই প্রাণ গিয়েছে ৪ জন। হাজার হাজার বাসিন্দাকে সরানো হচ্ছে নিরাপদ আশ্রয়ে। জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার রাজধানী সিওল থেকে প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত গিয়ংসাং প্রদেশের সানচেং-এ প্রথম আগুনের সূত্রপাত হয়। সেই থেকেই লেলিহান শিখায় পুড়ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। সিএনএন সূত্রে খবর, আগুন নেভাতে গিয়ে চার দমকল কর্মী প্রাণ হারিয়েছেন। সব মিলিয়ে ১ হাজার ৪৬৪ হেক্টরেরও বেশি জমি পুড়ে যায় বলে জানায় স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়। এরপর শনিবার উত্তর গিয়ংসাং প্রদেশের ইউইসিয়ং, উলসান শহরের উলজু এলাকা, এবং দক্ষিণ গিয়ংসাংয়ের গিমহেতেও দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। যা গতকাল সোমবারেও নিয়ন্ত্রণ আনা যায়নি। শনিবার সরকার উলসান শহর, দক্ষিণ এবং উত্তর গিয়ংসাং প্রদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার। সেদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী ছই সাং-মোক বন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন, বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যেতে ও দমকলকর্মী আর উদ্ধারকারী দলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য যা যা সম্ভব তা যেন করা হয়। শেষ পাওয়া খবর মোতাবেক, এখনও পর্যন্ত ৬ হাজার ৮৬১ হেক্টর জমি পুড়ে গিয়েছে। কখনও শুষ্ক আবহাওয়া আবার কখনও হাওয়ার দাপটে আগুন নেভাতে বেশ বেগ হতে হচ্ছে দমকলকর্মীদের। স্থানীয় বাসিন্দারাও তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। পরিবেশবিদরা বলছেন, এমন দাবানল দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন কিছু নয়। বিশেষ করে এই ফেব্রুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিল মাসে আবহাওয়া শুষ্ক থাকার কারণে জঙ্গলে দাবানলের সূত্রপাত হয়।

মাঝপথে ফিরল চিনগামী মার্কিন বিমান

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র থেকে চীনে যাওয়ার কথা ছিল বিমানটির। যদিও ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের ওই ফ্লাইট মাঝপথে ইউটার্ন করে ফিরে গেল সান ফ্রান্সিসকো বিমানবন্দরে। যেহেতু মাঝআকাশে আচমকা পাইলট খেয়াল করেন তিনি পাসপোর্ট সঙ্গে নিতেই ভুলে গিয়েছেন! যাত্রীদের মতোই পাসপোর্ট ছাড়া আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হতে পারেন না একজন পাইলটও, সেই কারণে বাধ্য হয়ে জরুরি অবতরণ।
লস অ্যাঞ্জেলস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে স্থানীয় সময় দুপুর ২টো নাগাদ চীনের সাংহাই শহরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল বিমানটি। বিমানটিতে ছিল ২৫৭ জন যাত্রী। যদিও ঘণ্টা দুয়েক পরেই মাঝআকাশে ইউটার্ন নেয় সেটি। বিকেল ৫টা নগাদ জরুরি অবতরণ করে সান ফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্টে। এই ঘটনায় প্রাথমিক ভাবে বোঝা যাচ্ছিল না জরুরি অবতরণ ঠিক কেন। পরে ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়, পাইলটের সঙ্গে পাসপোর্ট ছিল না বলেই সান ফ্রান্সিসকোতে বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করানো হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অ্যামনেস্টি মুক্তি চান মানবাধিকার কর্মী মাহরাংয়ের

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বেলুচিস্তান থেকে মানবাধিকার কর্মী মাহরাং বালুচের গ্রেফতার নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। সংস্থাটি এ ব্যাপারে জানিয়েছে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করার জন্য বেলুচ কর্মী মাহরাং বালুচ ও অন্যান্যদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রতিবাদ ও উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৪মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.১২	৫.৩৪
যোহর	১১.৪৭	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৪	
এশা	৭.০৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০৪	

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৮৩ সংখ্যা, ১১ চৈত্র ১৪৩১, ২৫ রমজান ১৪৪৬ হিজরি

দহনকাল

ক্যালেন্ডারের পাতা বলিতেছে, সময় এখন প্রখর গ্রীষ্মকাল। তপ্ত দুপুরে পিচঢালা রাস্তায় যেন মরুভূমির মতো মরীচিকার ঢেউ উঠে। কংক্রিটের জঙ্গল যেন কলকাতাকে পরিণত করিয়াছে অগ্নিদ্বীপে। এই দারুণ দহনবেলায় সকলের মুখে কেবল গরমের গরম খবর। যেন পৃথিবীতে একটিই ঋতু! গরম আর গরম!

গরমকালে গরম কি অতীতে এইভাবে দহনজ্বালায় জ্বালাইত না? গ্রীষ্মকালে প্রবল উষ্ণতায় চারিদিকে ঝাঁঝাঁ করিবে—ইহাই তো স্বাভাবিক। নিশ্চয়ই আগের তুলনায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গ্রীষ্মকালের দহন কিছুটা বাড়িয়াছে; কিন্তু অনেকেই মনে করেন, যতখানি বাড়িয়াছে, তাহার চাইতে অধিক কমিয়াছে মানুষের সহিষ্ণুতা। মানুষ এখন অল্পতেই অস্থির হইয়া পড়ে। প্রকৃতির তপ্তদশা যেন আমাদের মস্তিষ্কেও হানা দিতেছে। গরমে যা যা নিয়ম অতীতের বত্সরগুলিতে মানিয়া চলিতে হইয়াছে, এখনো তাহাই মানিতে হইবে। ইহার পাশাপাশি মনে রাখিতে হইবে, এই সময়ে তপ্ত অনুকূল পরিবেশে কিছু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার দাপট বাড়িয়া যায়। তাহারা চেষ্টা করে শরীরের প্রতিরোধব্যূহ ভাঙিয়া তাণ্ডব চালাইতে। স্বাভাবিকভাবেই এই সময় অনেকেরই শরীর ম্যাজম্যাজ করে কিংবা অব্যাখ্যেয় বিষাদ ও আলস্য জাঁকিয়া বসে শরীর-মন জুড়িয়া। বিজ্ঞানীরা ইহাকে বলিয়া থাকেন ‘সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার।’ আমেরিকার সাইক্রিয়াটিক অ্যাসোসিয়েশনের মতে, এই সময় সাময়িক কয়েক দিনের জন্য মস্তিষ্কের মধ্যে রাসায়নিক ভারসাম্যহীনতারও সৃষ্টি হয়। যাহার ফলে মানুষ বিষন্নতা ও নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

পরিবর্তনই জগতের নিয়ম। যদিও কোনো কোনো পরিবর্তন চক্রাকারে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে, কোনো কোনো পরিবর্তন চক্রাকারে হয় না। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ দীর্ঘ কয়েক শতক ধরিয়া যাহা করিতেছে, তাহাদের যেই পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহা খুব শিগিগরই চক্রাকারে ফিরিবে না। পৃথিবীতে ঘুরিয়াফিরিয়া বরফযুগ আসিয়াছে, পুনরায় পৃথিবী উষ্ণ হইয়াছে; কিন্তু এই ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে অত্যন্ত ধীরলয়ে, হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ বত্সরের ব্যবধানে। তবে বিজ্ঞানীরা বলিতেছেন, এখন যেই পরিবর্তন ঘটিতেছে, তাহা অকস্মাত্ এবং অতি দ্রুত। এই জন্য ইহা স্বাভাবিক নহে। আমার বায়ু বিষাইয়া যাইতেছে, আমাদের আলো ঘোলাটে হইয়া যাইতেছে, আমাদের শরীর প্রতিকূল পরিবেশের সহিত যুঝিতে না পারিয়া অস্বস্তি বোধ করিতেছে।

প্রকৃতির দহনকালের মতো এই সময় পৃথিবী জুড়িয়াই চলিতেছে রাষ্ট্র-সমাজ তথা মানবসভ্যতার দহনকাল। ‘সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার’-এর মতো একধরনের ডিসঅর্ডার চারিদিকে দৃশ্যমান। স্থিতিশীলতা নষ্ট হইতেছে, বিষাইয়া উঠিতেছে শান্তির সম্ভাব্য পরিবেশ। এই অবস্থায় কী করিব আমরা? যাহারা এইরূপ অবস্থার জন্য দায়ী, তাহারা কীভাবে মূল্যায়িত হইবে ইতিহাসের পাতায়? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলিয়াছেন—‘যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?’ আমরাও কি পারিব এই বিষাক্ত অবস্থা সৃষ্টিকারীদের ক্ষমা করিতে? নাকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই পুনরায় বলিব—‘ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,/ হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা।’ ইহার যুক্তি হিসাবে বলা হইতেছে—‘অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/ তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।’ অর্থাত্, অন্যায়কারী এবং অন্যায় সহ্যকারী সমভাবে অপরাধী।

যেইহেতু রাষ্ট্র-সমাজের পরিবর্তন ঘটিতেছে, হাইপারনেশন হইতে জাগিয়া উঠিতেছে বিবিধ জীবাণু, এই গরমে মাথা ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন। তাহার জন্য প্রয়োজন শরীর ঠান্ডা রাখা। প্রয়োজন পর্যাপ্ত ঘুম, সুষম খাবারেরও। শরীর-মন আমাদের নানান ধরনের সিগন্যাল দেয়। নজর দিতে হইবে সেই সিগন্যালের দিকেও। একইভাবে, এই বিশ্বের বিভিন্ন ভূরাজনৈতিক ঘনঘটাও নানান ধরনের সিগন্যাল দিতেছে। যাহারা সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে রহিয়াছেন, তাহাদেরও নজর দিতে হইবে সেই সব সিগন্যালের দিকে।

•••••••••••••

পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য কি ভারতের নাগরিকরা তৈরি?

বিশেষ কলমে রাজ্য পুলিশের প্রাক্তন ডিজি ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নাপরাজিত মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ ১৯৭৪ সালে পোখরানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়।এই বিস্ফোরণটি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (প্রধানমন্ত্রি) তত্ত্বাবধানে হয় এবং ভারতের পারমাণবিক অস্ত্রের সুচনা হয়। তার আগে জওহর লাল নেহেরুর সময় থেকে পারমাণবিক অনুসন্ধান কাজ চলছিলো যেটা শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য প্রযুক্তি তৈরি করা হচ্ছিলো। চীন ১৯৬৪ সালে, লপনুর নামে একটি জায়গায় পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় এবং পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হয়। পাকিস্তান ১৯৮৮ সালে জেনারেল জয়াউল হকের আমলে কাহুটাতে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় এবং পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হয়। এই তথ্য থেকে এটা বোঝা যাছে যে ভারতের দুই মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ও পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কূটনীতিবিদরা বলে যে যখন দুটি দেশের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র থাকে তখন NUCLEAR DETERENCE এর জন্য দুই পারমাণবিক শক্তিধর দেশ একে অপরের ওপর পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে না। কারণ তাঁরা জানে যে এইটি ব্যাবহার হোলে ফলাফল ভয়ানক হবে। ততস্বত্বেও সাবধানতা রাখার জন্য দুই দেশের মধ্যে নানান চুক্তি করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালে শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, প্রধানমন্ত্রির নেতৃতে একটি দল লাহোরে যায় ও তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মিয়া নওয়াজ শরিফের সঙ্গে আলোচনা করে। পরবর্তীকালে একটি মউ সাক্ষরিত হয় যেটা লাহোর চুক্তি নামে পরিচিত।অক্টোবর ৩, ২০০৫ সালে লাহোর চুক্তির পরিপেক্ষিতে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যেটার নাম হল Indo Pak Agreement on Reducing Risk from Accidents Relating to Nuclear Weapons এই চুক্তিতে দুই পক্ষকে কিভাবে পারমাণবিক দুর্ঘটনা এড়ানো যায় এবং যদি কোনও দুর্ঘটনা হয় তাহলে একে অপরকে জানাতে হবে। এর জন্য ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে একটি হটলাইন তৈরি থাকবে মাঝে মাঝে দুই পক্ষ একসাথে আলোচনা করবে যাতে এই চুক্তিটি ভাল ভাবে ব্যবহৃত হয়। এই চুক্তিটি পাঁচ বছরের জন্য করা হয়ে ছিল। এছাড়া ২০০৫ সালে Indo Pak Ballistic Missile Treaty সাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হয় যে একে অপরকে ৭২ ঘন্টার নোটিশ দেবে যদি উহারা ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করে। এছাড়া এই ক্ষেপনাস্ত্র যেন নিয়ন্ত্রণ রেখা, জম্মু ও কাশ্মির অথবা সীমান্ত এলাকা পার না করে। বলা হয়ে ছিল যে এই পরীক্ষা সীমান্তের ৭০ কিমি দূরত্ব রেখে করা হবে। কিন্তু এই চুক্তিতে একটি ঘাটতি ছিল কেননা চুক্তি খালি ক্ষেপনাস্ত্র ও ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্র জন্য লাগু হবে কিন্তু পৃথিবী থেকে আকাশে নিক্ষেপ করা ক্ষেপনাস্ত্রর জন্য লাগু হবে না। দুমাস আগে ২০২২ সালে পাক আর্মি থেকে খুব হইচই করা হয় যে ভারত থেকে একটি ব্রাহ্মস ক্ষেপনাস্ত্র পাক সীমানা অতিক্রম করে গিয়ে পড়ে। এই ঘটনাটি নিয়ে ভারত সরকার খুব চিন্তিত হয় এবং বায়ুসেনা কত্তিপক্ষএর বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।এখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে ২০০৫ সালের চুক্তি কি লঙ্ঘন হয়েছে?

আমাদের কাছে যা তথ্য আছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভারতের কাছে ৪৫ থেকে ৯৫ টি পারমাণবিক অস্ত্র আছে যেখানে পাকিস্তানের কাছে ৩০ থেকে ৫০ টি পারমাণবিক অস্ত্র আছে। (Data from armscontrol.org).

ভারতের সঙ্গে চীনের এরকম কোনও চুক্তি নেই। আবার ভারত ১৯৭০ সালের Non-Proliferation Treaty তে স্বাক্ষর করেনি। কিন্তু ভারত Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) January 28, 2021 এ স্বাক্ষর করে। আশ্চর্যের বিষয় হল যে ইউ.এন.ওর নিরাপত্তা পরিষদের যে পাঁচজনের স্থায়ী সদস্য আছেন যার মধ্যে চীন হচ্ছে একজন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। অর্থাৎ ভারত চীনের মধ্যে কোনও পারমাণবিক বিষয়ে চুক্তি নেই যেটা নাকি পাকিস্তানের সঙ্গে আছে।

এই বিষয়ে একটি অনুসন্ধানের পরীক্ষামূলক প্রতিবেদন Sandia National Laboratory Research Fellow শ্রী সীতাকান্ত মিশ্র এবং মনসুর আহমেদ তৈরি করে যার নাম হল “Co.operation Mesaures to Support the Indo-Pak Agreement on Reducing Rish from Accidents Relating to Nuclear Weapons. এই প্রতিবেদনের ভিত্তি হল যে কোনও সময়ে উভয়ের মধ্যে একটি পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘোটতে পারে। যার ফল ভয়ানক হতে পারে। তার জন্য ওনারা কতগুলি সুপারিশ দিয়েছেন।

ভারত ২০১৫ সালে মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রেজিম চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যেটা নাকি জি৭ দেশ গুলি আগেই স্বাক্ষর করেছিল। এই চুক্তির পরবর্তী ভারত মিসাইল প্রজুক্তির নিয়ন্ত্রনে এসে গেল।

নাগরিক প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা পারমাণবিক শক্তি হওয়ার জন্য খুবই জরুরী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং বিভিন্ন ইউরোপের দেশ গুলিতে নাগরিক সচেতনতা ৫০ এর দশক থেকে শুরু করা হয়। বিভিন্ন চলচিত্রর মাধ্যমে বাচ্চাদের স্কুলে এবং কলেজে এই বিষয়ে সচেতন করা হত। শহর অঞ্চল গুলিতে পারমাণবিক যুদ্ধ হলে কি ধরনের নাগরিক সুরক্ষা ও পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে সুব্যবস্থা করা আছে। যেরকম নাকি ভূমি গর্ভে বাসস্থান, সেখানে বাতানুকূল, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং শুখনো খাবার রাখার ব্যাবস্থা করা আছে। এছাড়া শহরে ভূগর্ভস্থ বাসস্থান চিনহিত করা আছে। মাঝে মাঝেই নাগরিক সুরক্ষা দপ্তর নাগরিকদের জন্য মক ড্রিল করা হয়। যে কোনও পারমাণবিক যুদ্ধে তেজস্ক্রিয় বিকিরন একটি অঙ্গ। এর ফলে স্বাস্থ্যজনিত নানারকম বিকার হওয়া শুরু করে। তার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং ভূমিগর্ভস্থ বাসস্থানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা ও সুবিধা রাখা হয়েছে।

ভারতে যে বিভিন্ন মেট্রো শহর আছে তাতে এরকম ব্যবস্থা বোধহয় নেই। স্কুল এবং কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের এই বিষয়ে কোনও শিক্ষা দেওয়া হয়না এবং নাগরিকদের সচেতন করা হয় না। চিকিৎসার সুব্যবস্থা বিভিন্ন হাসপাতালে নেই। এই পরিপেক্ষিতে যদি কোনও পারমাণবিক যুদ্ধ অথবা কোনও পারমাণবিক দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে ভারতের নাগরিকদের একটি অত্যন্ত দুঃসময়ের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হবে। নাগরিক সুরক্ষা, খাদ্দের অভাব, চিকিৎসার অভাব প্রধান বিষয় হয়ে উঠবে। এর ফলে নাগরিক সুরক্ষা ভীষণ ভাবে বিঘ্নিত হবে এবং দেশ একটি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নাগরিক সুরক্ষা দপ্তরের উচিত যে একটি বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করা যেটাতে নাকি-

১। নাগরিক সচেতনতা, শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা

২। খাদ্য পণ্য সরবরাহর বাবস্থা

৩। ভূগর্ভস্থ আশ্রয় ব্যবস্থা এবং নাগরিক পরিষেবা অর্থাৎ বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা এই ভয়াভয় পরিস্থতি যাতে থাকে তা সুনির্দিষট করা। নাগরিক প্রতিরক্ষা দপ্তুতরকে আরও তৎপর এবং কর্মঠ হতে হবে। তাহলেই সুফল মিলবে।

> নাগরিক প্রতিরক্ষা এবং সুরক্ষা পারমাণবিক শক্তি হওয়ার জন্য খুবই জরুরী বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন এবং বিভিন্ন ইউরোপের দেশ গুলিতে নাগরিক সচেতনতা ৫০ এর দশক থেকে শুরু করা হয়। বিভিন্ন চলচিত্রর মাধ্যমে বাচ্চাদের স্কুলে এবং কলেজে এই বিষয়ে সচেতন করা হত। শহর অঞ্চল গুলিতে পারমাণবিক যুদ্ধ হলে কি ধরনের নাগরিক সুরক্ষা ও পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে সুব্যবস্থা করা আছে। যেরকম নাকি ভূমি গর্ভে বাসস্থান, সেখানে বাতানুকূল, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং শুখনো খাবার রাখার ব্যাবস্থা করা আছে। এছাড়া শহরে ভূগর্ভস্থ বাসস্থান চিনহিত করা আছে। মাঝে মাঝেই নাগরিক সুরক্ষা দপ্তর নাগরিকদের জন্য মক ড্রিল করা হয়। যে কোনও পারমাণবিক যুদ্ধে তেজস্ক্রিয় বিকিরন একটি অঙ্গ। এর ফলে স্বাস্থ্যজনিত নানারকম বিকার হওয়া শুরু করে। তার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার সুব্যবস্থা এবং ভূমিগর্ভস্থ বাসস্থানে চিকিৎসার সুব্যবস্থা ও সুবিধা রাখা হয়েছে।

বিশ্বের সবচেয়ে খাটো ছাগল ‘কুরুম্বি’

আপনজন ডেস্ক: ছোট্ট একটি ছাগল। নাম ‘কুরুম্বি’। কালো রঙের। দল বেঁধে ঘুরলেও আলাদা করে নজর কাড়ে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইটে গত বৃহস্পতিবার কুরুম্বিকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কুরুম্বি যেনতেন ছাগল নয়, এটি বিশ্বের সবচেয়ে খাটো ছাগল।

কুরুম্বির মালিক পিটার লেনু। পেশায় তিনি কৃষক। তাঁর পরিবার পুরোদস্তুর কৃষিজীবী। থাকেন ভারতের কেরালায়। তাঁর খামারে গরু, ছাগলসহ নানা গৃহপালিত প্রাণী রয়েছে। পিটার জানান, ছোটখাটো কুরুম্বি তাঁর খামারের বিশেষ একটি ছাগল। এটি কানাডীয় পিগমি জাতের।

গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইটের তথ্যমতে, কুরুম্বি বছর চারেকের একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ছাগল। প্রাকৃতিকভাবে জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে। তবে প্রাণীটির উচ্চতা মাত্র ১ ফুট ৩ ইঞ্চি বা প্রায় ৪০ দশমিক ৫০ সেন্টিমিটার। সেই হিসাবে, এটি বিশ্বের সবচেয়ে খাটো জীবিত ছাগল। কানাডীয় পিগমি জাতের ছাগল সাধারণত ছোটখাটো হয়। তবে এ জাতের ছাগলগুলো বেশ মোটাসোটা দেহের অধিকারী। উচ্চতায় ৫৩ সেন্টিমিটারের বেশি খুব একটা হয় না। সেই তুলনায় কুরুম্বির উচ্চতা বেশ কম। ২০২১ সালের কোনো এক সময় পিটারের খামারে ছাগলটির জন্ম। কুরুম্বির চার মাস বয়সের একটি শাবক রয়েছে। হাসিমুখে পিটার বলেন, কুরুম্বির সংসার ‘বড়’ হচ্ছে। ছাগলটি আবার সন্তানসম্ভবা।

পিটার জানান, নিজে দেখতে ছোটখাটো হলেও কুরুম্বি স্বাভাবিক উচ্চতার প্রাণীদের সঙ্গে চলাফেরা করতে ও খেলতে পছন্দ করে। ৩টি পুরুষ ছাগল, ৯টি স্ত্রী ছাগল আর ১০টি ছাগলছানার সঙ্গে থাকে সে। এ ছাড়া খামারে গরু, হাঁস-মুরগি রয়েছে। পিটারের খামারে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠছিল কুরুম্বি। একদিন খামারে ঘুরতে আসা একজন অতিথি পিটারের কাছ থেকে কুরুম্বির উচ্চতার বিষয়ে জানতে পেরে তাঁকে (পিটার) গিনেস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। বলেন, ছাগলটি কম উচ্চতার জন্য বিশ্বরেকর্ড গড়তে পারে। পরামর্শটি পিটারের মনে ধরে। তিনি যোগাযোগ করেন। পশু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়ে ছাগলটির উচ্চতা মাপেন, বয়স যাচাই করে আবেদন করেন। এরপর বিস্তারিত যাচাই-বাছাই শেষে কুরুম্বিকে নিয়ে ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন করেছে গিনেস কর্তৃপক্ষ।

ভারত-পাকিস্তানের বিরোধ আরও যেভাবে বাড়ছে

মালিহা লোধি

সাম্প্রতিক দুটি ঘটনা পাকিস্তান-ভারত সম্পর্কের বরফ গলার সম্ভাবনাকে আরও দুর্বল করেছে। প্রথমটি হলো, বেলুচিস্তানে জাফর এক্সপ্রেস ট্রেনে সন্ত্রাসী হামলা ও ছিনতাই। দ্বিতীয়টি হলো, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক পডকাস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছায়াযুদ্ধ চালানোর অভিযোগ। এসব নতুন কিছু নয়। তবে এর পুনরাবৃত্তি দুই দেশের দীর্ঘস্থায়ী কূটনৈতিক অচলাবস্থা কাটিয়ে ওঠাকে আরও কঠিন করে দিল। বেলুচিস্তানের সন্ত্রাসী ঘটনার পর পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র এতে ভারতের জড়িত থাকার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, ভারত দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে সহিংসতা উসকে দিচ্ছে এবং বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীকে সাহায্য করছে। ইসলামাবাদ দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের হস্তক্ষেপের অভিযোগ করে আসছে। এর একটা প্রমাণ তো আছে—২০২৬ সালে গ্রেপ্তার হওয়া ‘র’ কর্মকর্তা কুলভূষণ যাদব। পাকিস্তানে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন বালুচ গোষ্ঠীকে সহায়তার কথা স্বীকার করেছিলেন তিনি। ভারত অবশ্য এসব অভিযোগকে ‘ভিত্তিহীন’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা বরং পাকিস্তানকে নিজেদের সমস্যার দিকে মনোযোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

১৬ মার্চ এক পডকাস্টে মোদি পাকিস্তান সম্পর্কে দীর্ঘ মন্তব্য করেন। তিনি দুই দেশের উত্তেজনার জন্য পাকিস্তানের ‘রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সন্ত্রাসবাদ’ ও মিথ্যা শান্তি প্রচেষ্টাকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, ভারত শান্তির চেষ্টা করলেও পাকিস্তান প্রতারণা করেছে। তিনি পাকিস্তানকে ‘সংকটের কেন্দ্র’ বলে অভিহিত করেন। এই বক্তব্য মোটেও অভিনব নয়। তবে এ ধরনের মন্তব্য দুই দেশের সম্পর্কে নতুন করে চাপ সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি ধারণা তৈরি করে রেখেছে ভারত। মোদি তা আরও জোরালো করলেন। বক্তব্যে দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার দায় সম্পূর্ণ পাকিস্তানের ওপর চাপানো হয়েছে। সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে দায়িত্বও পাকিস্তানের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকে মনে করেন, পাকিস্তান দুর্বল সময় পার করছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে ভারত। বেলুচিস্তানের সন্ত্রাসী হামলার পর ভারতীয় গণমাধ্যমে অতিরঞ্জিত প্রচার-প্রচারণাও এটাই ইঙ্গিত করে। এ পরিস্থিতি দুই দেশের সম্পর্ককে অনিশ্চয়তা ও অস্থিতিশীলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে দুই দেশের আনুষ্ঠানিক আলোচনা বন্ধ। সেই সঙ্গে বর্তমান উত্তেজনার কারণগুলো বিবেচনায় নিয়ে, উভয় পক্ষের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি এড়াতে সরাসরি না হলেও কিছু সংলাপ কার্যকর হতে পারে। পাকিস্তান এ ধরনের একটি ব্যবস্থা চালুর পক্ষে আগ্রহী।

অনানুষ্ঠানিকভাবে কিছু আলোচনাও চলেছে। সেগুলোয় দুই দেশের সাবেক কর্মকর্তারা এবং বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন। ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে লন্ডনে এমন এক বৈঠকে পাকিস্তানের প্রস্তাবে ভারতীয় পক্ষ কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি। বরং তারা বলেছে, জুলাইয়ে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা বা সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বৈঠকের ফাঁকে দুই প্রধানমন্ত্রী আলোচনার জন্য কিছু সময় রেখে দিতে পারেন। তবে তা নির্ভর করছে, তারা আদৌ দেখা করবেন কি না, সে সিদ্ধান্তের ওপর।

ভারত মনে করে, বর্তমানে বিদ্যমান আলাপ-আলোচনার যেসব ধরন আছে, তা-ই সংকট মোকাবিলার জন্য যথেষ্ট। এ রকম আলাদা করে আড়ালের আনুষ্ঠানিক আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। সম্ভবত তারা অতীতে রাওয়ালপিন্ডি ও ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার মধ্যে অস্থায়ী ভিত্তিতে হওয়া যোগাযোগের কথা উল্লেখ করছে। সর্বশেষ এমন ঘটনা ঘটে ২০২২ সালের মার্চে। সে সময় ভারতীয় বাহিনী ভুলবশত অম্বালা থেকে ব্রাহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে। ক্ষেপণাস্ত্রটি পাকিস্তানের মিয়ান চান্নুতে পড়ে। তবে দ্রুত পদক্ষেপের মাধ্যমে বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়। পরমাণু শক্তিধর দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা আবার শুরুর পথে অনেক বাধা রয়েছে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, কাশ্মীর ইস্যুতে দুই দেশের অবস্থানের চরম পার্থক্য। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ভারত বেআইনিভাবে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল করে এটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করে ভারতীয় ইউনিয়নের অংশে পরিণত করে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবনা লঙ্ঘন করে নেওয়া এই পদক্ষেপের কারণে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে পাকিস্তান। স্বাভাবিকভাবেই কূটনৈতিক সম্পর্ক হ্রাস পায়। মোদি সরকারের পরবর্তী কাশ্মীরবিষয়ক কঠোর পদক্ষেপ পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দেয়। ভারত চায়, পাকিস্তান ২০১৯ সালের ৫ আগস্টের সিদ্ধান্ত মেনে নিক এবং এটাই হোক দুই দেশের সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ভিত্তি। ভারত কোনো নমনীয়তা দেখাতে রাজি নয়। তারা বরং দাবি করছে যে কাশ্মীর সমস্যার এখন সমাধান হয়ে গেছে। তাই পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা করার কিছু নেই। ২০২৪ সালের আগস্টে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, ‘পাকিস্তানের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের যুগ শেষ... কাশ্মীর প্রসঙ্গে ৩৭০ অনুচ্ছেদের বিলোপ হয়ে গেছে’। এই দৃষ্টিভঙ্গি পাকিস্তানকে একটি কঠিন অবস্থানে ফেলেছে।

পাকিস্তানের বর্তমান নেতৃত্ব যতই সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করুক না কেন, তারা তাদের নীতিগত অবস্থান ছাড়তে পারবে না। বাণিজ্যসহ অন্যান্য বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে কাশ্মীর সমস্যাকে পেছনে ফেলে দিলে, ভারত এটিকে তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হিসেবেই ব্যাখ্যা করবে। এ সমস্যার সমাধান করা পাকিস্তানের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। তবে কিছু বাস্তবিক বিষয়ে উভয় দেশের মধ্যে তলার মহলের যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে ২০২৪ সালের অক্টোবরে কার্তারপুর করিডর চুক্তির নবায়ন করা হয়েছে। এতে ভারতীয় শিখ তীর্থযাত্রীরা পাকিস্তানে পবিত্র স্থান পরিদর্শন করতে পারেন। এটি ছিল দিল্লির অনুরোধে। দুই দেশের মধ্যে ধর্মীয় ভ্রমণের জন্য ভিসা প্রদান এবং জলসীমায় অনুপ্রবেশকারী জেলেদের মুক্তি দেওয়াও এই সহযোগিতার অংশ। এই তলার দিকের কূটনৈতিক যোগাযোগ দুই দেশের মধ্যে বরফ গলাতে পারবে না। সম্পর্ক কেবল তখনই এগোতে পারবে, যখন দুই দেশের নেতৃত্ব বাস্তব ইচ্ছা জাহির করে সমঝোতার পথ বেছে নেবে। তবে আপাতত ভারতীয় নেতৃত্ব মনে করছে যে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভালো। বিজেপি সরকার পাকিস্তানকে নিরন্তর ‘শত্রু’ হিসেবে উপস্থাপন করে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চায়। তাহলে তাদের হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা আরও শক্তিশালী হবে।

মালিহা লোধি সাবেক পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত

পাকিস্তানের পত্রিকা ডন থেকে নেওয়া। ইংরেজি থেকে অনুবাদ।

প্রথম নজর

‘জমিয়তে উলামায়ে বাংলা’র ঈদ ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙ্গা

আপনজন: জমিয়তে উলামায়ে বাংলা উত্তর ২৪ পরগনা আমডাঙ্গা অঞ্চল কমিটির পরিচালনায় ও সহযোগিতায় ঈদ ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হয়। মঙ্গলবার খেলিয়া পঞ্চায়েতের পার্শ্ববর্তী ময়দানে আয়োজিত ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটির সম্পাদক আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম, আমডাঙ্গা দক্ষিণ থানা কমিটির প্রেসিডেন্ট মাওলানা আলহাজ্ব আব্দুল জলিল, আমডাঙ্গা অঞ্চল কমিটির সম্পাদক মোঃ আবুজার রহমান, অঞ্চল কমিটির সভাপতি মাওলানা মুজিবুর রহমান, আড়খালির প্রাক্তন মেম্বার আব্দুল খবির, আমডাঙ্গা দক্ষিণ থানা কমিটির সম্পাদক মাওলানা মোস্তাক, ফুরফুরা শরীফের খাদেম আব্দুর রফিক, সফিক ইসলাম, শামসুল হুদা প্রমুখ। জেলা প্রেসিডেন্ট মাওলানা শফিকুল ইসলাম বলেন, জমিয়তের এই কর্মসূচি সমগ্র রমজান জুড়ে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। অধিকাংশ এই প্রয়াস ও উদ্যোগকে আরও বাড়াতে হবে এবং সমাজের ধনী ও সচ্ছল মানুষদের এই কাজে আরও অংশগ্রহণ করতে হবে। আমডাঙ্গা অঞ্চল কমিটির সম্পাদক আবুজার রহমান বলেন, শতবর্ষ প্রাচীন দাদা হুজুরের প্রতিষ্ঠিত জমিয়তে বাংলা সংগঠন একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, দুস্থ অসহায় মানুষের পাশে সর্বদা থাকে। এ দিন অনুষ্ঠান থেকে প্রায় শতাধিক দুস্থ অসহায় মানুষের হাতে ঈদ ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কোচবিহারের কলেজে ইফতার মাহফিল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কোচবিহার

আপনজন: বিগত ২ বছর ধরে কোচবিহারের এবিএন শীল কলেজের সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের পরিচালনায় রমজান মাসে ইফতার মাহফিল সম্পন্ন হয়। ২৫ শে মার্চ ২০২৫ ইং কোচবিহার রেডক্রস ভবনে আয়োজিত হয় এই ইফতার মাহফিল। ইসলামের সৌন্দর্য ও আদর্শের প্রচারের লক্ষ্যে সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রমে ইফতার মাহফিল সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে রোজা ভঙ্গের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এবিএনশীল কলেজের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা মহঃ সাব্বির বলেন , যেহেতু ভারতীয় সংবিধানে সকলের ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে এবং ভারতবর্ষে সকল মানুষের সহাবস্থান, ইসলামের আদর্শ ও সৌহার্দ্যের প্রচারে এই অনুষ্ঠান আমরা আয়োজন করে থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনুষ্ঠানটি কলেজ ক্যাম্পাসে না হয়ে বাইরে কোন ভবনের মধ্যে করতে হচ্ছে। তাই আগামী দিনে কলেজ কর্তৃপক্ষ ইফতার মাহফিলের আয়োজন কলেজ ক্যাম্পাসে করার অনুমতি প্রদান করুক এই দাবি জানাই। অন্যান্য মতো আমাদের প্রোগ্রামও কলেজ ক্যাম্পাসে হোক এটা আমাদেরও ন্যায্য অধিকার বলে আমরা মনে করি।

সনাতন পালের ‘মরমে রবীন্দ্রসঙ্গীত’ গ্রন্থ প্রকাশ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: নিজের লেখা বই প্রকাশ করলেন বিশিষ্ট গল্পকার তথা প্রাবন্ধিক সনাতন পাল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে অবস্থিত সুবর্ণচর সভা কক্ষে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা ওসি এড়ুকেশন অরুণ কুমার সর্দার। ভার্চুয়াল মাধ্যমে বইটি প্রকাশ করেন ভাষাবিদ ড. পবিত্র সরকার।জানা গিয়েছে, রবীন্দ্রসঙ্গীত কে কেন্দ্র করে লেখা প্রাবন্ধিক সনাতন পালের বই টির নাম 'মরমে রবীন্দ্রসঙ্গীত'। বইটিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপরে ব্যাখ্যামূলক ১৫ টি প্রবন্ধ রয়েছে এবং বইটির ভূমিকা লিখেছেন শিক্ষাবিদ ড. পবিত্র সরকার। 'মরমে রবীন্দ্রসঙ্গীত' বইটির উপর সভাকক্ষে আলোচনা করেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ, সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা শিক্ষা আধিকারিক বিমল কৃষ্ণ গায়েন, অধ্যাপিকা ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক রিপন সরকার প্রমুখ। ভার্চুয়ালি পুস্তকটির প্রশংসা করে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন দিকপাল অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক। ভার্চুয়াল মাধ্যমে বইটির উপর আলোচনা করেন- নাট্যব্যক্তিত্ব চন্দন সেন, বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনতা রায়চৌধুরী, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কলকাতার সিনিয়র ম্যানেজার পার্থ দাস প্রমুখ। এছাড়াও সভাকক্ষে বক্তব্য রাখেন লেখক মৃণাল চক্রবর্তী, কৌশিক রঞ্জন খাঁ, বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী বিকাশ চক্রবর্তী, নারায়ণ কুন্ডু, এসবিআই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কাঞ্চন দত্ত, পৌরপারিষদ বিপুল কান্তি ঘোষ প্রমুখ।

তিন বছর কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না ১০০ দিনের, সরব কল্যাণ, বাপি

নকিব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: একশ দিনের কাজের টাকা না পাওয়া রাজ্যকে বঞ্চনা করছে কেন্দ্র সেই নিয়ে সরব হয়েছেন দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাপি হালদার। পশ্চিমবাংলার জন্য ১০০ দিনের কাজের টাকা বরাদ্দ করেনি কেন্দ্র এই বঞ্চনা বারবার উঠেছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ বিধায়ক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এবারে সেই ১০০ দিনের কাজের টাকা পাওয়ার জন্য সংসদে সরব হয়েছেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার। পাশাপাশি এই কথা সংসদে ওঠার পরে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী পক্ষ থেকে বলেন এই টাকা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন এবং সংসদে এই কথাও উত্থান হতেই তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদরা এক বাক্যে না বলে সংসদে দাবি তোলেন।যেখানে সেই টাকা দেওয়া হয়নি, এমনটাই দাবি করলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার ও সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদ বলেন তিন বছরের বাংলার জন্য কোন টাকা দেয়নি কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী। পশ্চিমবাংলায় রিপোর্টে দেখাচ্ছে তিন বছর ধরে কোন অংকের টাকা দেয়নি কাগজে-কলমে জিরো জিরো দেখাচ্ছে আর কেন্দ্রীয় ব্রাহ্মণ্যায়ন মন্ত্রী কিভাবে হাউসে দাঁড়িয়ে বলছে ১০০ দিনের টাকা দেওয়া হয়েছে। এই দ্বিচারিতা নিয়ে সরব হয়েছেন সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাপি হালদার। বরাবরই এই রাজ্য কে বঞ্চনা করছে কেন্দ্র সেই কারণে এই বিজেপি সরকার গরিব মানুষদের সরকার নয় এ রাজ্যের গরিব মানুষদের জন্য কেন্দ্র ভাবেন না সেই কারণে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে। এর যোগ্য জবাব দেবে ২৬ এর ভোটে এমনটাই বললেন সাংসদ বাপি হালদার।

শত বছরে ধরে জঞ্জালের পাহাড় থেকেই ধ্বস নামছে: ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: একটা কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই এই ১২-১৩ বছরে ভাগাড়গুলো হয়নি। ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জঞ্জালের পাহাড় জমেছে। সেই জঞ্জালের পাহাড় থেকেই ধ্বস নামছে।ভাগাড়ের পাশে যাদের বাড়ি রয়েছে তারা জবরদখল করে আছে। ভাগাড়ের জমির উপরেই তারা বসবাস করছে। সেই জায়গায় কোন সলিড মাটি নেই। বাউন্ডি ল্যান্ড। তবুও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গরিব মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য। আমরা ভবিষ্যতে বাংলার বাড়ি তৈরির প্রকল্প নেব। তবে এখনই ওই জায়গায় পাকা বাড়ি করে দিলে আবার ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই অস্থায়ীভাবে কাছাকাছি কি করা যায় সেই নিয়েই মঙ্গলবার বৈঠক আছে।আর যারা নাটক করতে যাচ্ছেন। তাদের বলি এখানে এবং আসানসোলে এসব জায়গায় ১০০ ২০০ বছরের সমস্যা। মুখ্যমন্ত্রী আদেশ দেওয়ার পরে আমরা বায়োমাইনিং স্টার্ট করেছি। বায়ো মাইনিং করতে টাইম লাগবে। আমার কাছে ম্যাজিক স্টিক নেই যে আজকে বলবো ভ্যানিশ। কালকে ভাগাড় গুলো ভ্যানিশ হয়ে যাবে। কিন্তু এটা করতে সময় লাগবে। ৩-৪ বছর অন্তত সময় লাগবে। যেমন কলকাতার ধাপা তে হচ্ছে।মানুষ যদি সঙ্গে থাকে এবং সেগ্রিকেটেড আবর্জনা পুরসভার কর্মীদের দেয় সেটা কলকাতা এবং হাওড়া সব জায়গাতেই তাহলে সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে শুকনো আবর্জনা থেকে আর এন ডি এফ করে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ও পাওয়ার প্লান্টে পাঠাবো। ভেজা আবর্জনা থেকে সিএনজি গ্যাস ও সার তৈরীর প্রকল্প।যে কাগজ বললে আনন্দ হয় সেখানে মিথ্যা খবর ছাপা হয়েছে আমার নামে। আমি কোন বিক্ষোভের মুখে পড়ি নি। আমাকে ভাই বোনের মতো দাবি জানা ছিল। আমি ওদের কথা শুনতে গিয়েছিলাম। আজ ওদের নিয়েই আলোচনা হবে।

ঈদে মানুষের পাশে দাঁড়াতে মানবিক উদ্যোগ চাপড়া পুলিশের

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: পবিত্র ঈদে মানুষের পাশে দাঁড়াতে মানবিক উদ্যোগ চাপড়া পুলিশের। ঈদে অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে অভিনব উদ্যোগ নিল চাপড়া পুলিশ।মূলত চাপড়া থানার আইসি অনিন্দ্য মুখার্জী উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবারের পাশে থাকার কর্মসূচী। পবিত্র ঈদ উপলক্ষে চাপড়া থানার শতাধিক অসহায় পরিবারের সদস্যদের পাশে দাঁড়াতে দেখা গেল আইসি। কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের উদ্যোগে বিভিন্ন থানায় বন্ধু গ্রুপ নামে একটি গ্রুপ খোলা হয়েছে যেখানে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষরা তাদের সুবিধা অসুবিধা কথা এই গ্রুপের মাধ্যমে পুলিশের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে।বন্ধু গ্রুপের মাধ্যমে কখনো নাবালিকা মেয়ের বিয়ে বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছে আবার কখনো নজির বিহীন সৃষ্টি করেছে অসহায় পরিবার টাকার অভাবে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে। বন্ধু গ্রুপের মাধ্যমে খবর পেয়ে সেই সব পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন আইসি অনিন্দ্য মুখার্জী। আবার কখনো বিধবা থানারই সিভিক ভলেন্টিয়ার এর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেছে। চাপড়া ব্লকের ১৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের টিভি আক্রান্ত রোগীদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে দেখা গেছে। চাপড়া মুসলিম পড়ার বাসিন্দা শাহিনুর বিবি বলেন, পরিবারের সুখ দুখের কথা যখনই পুলিশকে জানায় দ্রুত আমাদের ব্যবস্থা করে এবং প্রত্যেক বছরে ঈদের সময় আমাদের পরিবারের সদস্যদের নতুন বস্ত্র ব্যবস্থা করে। সব সময় আমাদের খোঁজ খবর রাখে। হাটখোলা গ্রামে গ্রামের বাসিন্দারা সুফল বিশ্বাস বলেন,মেয়ে বিয়ে দেবার সময় থানার বড় বাবুকে মেয়ে বিয়ে বিয়েয় জানায়। এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করে আপনার বিয়েতে কি প্রয়োজন আছে। বড় বাবুর সমর্থ্য মতো আমাকে সাহায্য করেছে তার জন্য উনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আর এভাবে তিনি বারবার প্রমাণ করেছেন, পুলিশ শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীই নয়, বরং সমাজের অসহায় মানুষের আশা ভরসার স্থানও। তার এই সামাজিক কাজের কারণে পেয়েছেন একাধিক স্বারক সম্মানও।

ইফতার মজলিশে ফিলিস্তিনিদের জন্য দোয়া পীরজাদা সানাউল্লাহর

রফিকুল হাসান ● শাসন

আপনজন: ফিলিস্তিনের জমিন নবী, পয়গম্বরদের জমিন। ওই মাটি পবিত্র। এই রমজান মাসেও সেখানে নারী পুরুষ, শিশুদের হত্যা করা হচ্ছে। মানবতা আজ কোথায় বলে নিন্দা জানালেন ফুরফুরা শরীফের তরুণ পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব। পাশাপাশি ফিলিস্তিনবাসীর জন্য আল্লাহর মদদ চেয়ে রোজাদারদের সঙ্গে নিয়ে দোয়া চাইলেন তিনি। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আমিনপুর কেএমসিএস ইসলামিয়া খারেজী মাদ্রাসায় বাংসরিক ঈসালে সাওয়াব ও ইফতার মজলিস অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন ও হাদীসের আলোকে রমজান মাসের গুরুত্ব, তারাবীহ নামায সহ ইসলামের নানাবিধ বিষয় নিয়ে ওয়াজ ও নসিহত করেন ফুরফুরা শরীফের প্রবীণ পীর আল্লামা ওমর সিদ্দিকী সাহেবের ছোট সাহেবজাদা পীরজাদা সানাউল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব। এদিন তিনি সকলকে ঠিকঠাক ভাবে যাকাত আদায় করার পরামর্শ দেন। ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে হাজারো মুসল্লিদের সঙ্গে নিয়ে ফিলিস্তিন ও গাজাবাসীর উপর আল্লাহর গায়েবী মদদ চেয়ে দোয়া করেন। পাশাপাশি ভারতবর্ষ ও বাংলার উপর শান্তি কামনায় দোয়া চান তিনি। রোজাদারদের আমীন আমীন ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে আমিনপুর খারেজী মাদ্রাসার ময়দান। উপস্থিত ছিলেন আমিনপুর খারেজী মাদ্রাসার সভাপতি আবুল কালাম লস্কর, সম্পাদক ড. ওমর ফারুক, সহ সম্পাদক সাদিক আল ফারুক, মাদ্রাসার খাদেম হাফেজ মাওলানা নাজমুল আরেফিন, মাদ্রাসার অন্যতম খাদেম আলহাজ হাফেজ মহসিন সাহেব, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা মাজহিরুল ইসলাম প্রমুখ।

জয়রামবাটি পর্যন্ত ছুটবে ট্রেন, চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বহু প্রতীক্ষার অবসান। এবার খোদ জয়রামবাটি পর্যন্ত ছুটবে ট্রেন। লাইন পাতা থেকে শুরু করে স্টেশন তৈরীর কাজ প্রায় শেষ। চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। দেশ বিদেশের ভক্ত ও পূণ্যার্থীরা এবার সরাসরি ট্রেনে চড়েই পৌঁছে যাবেন মায়ের গাঁয়ে। অপেক্ষায় বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। একসময় বাঁকুড়ার জয়রামবাটি থেকে কলকাতায় স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যাওয়ার জন্য ট্রেনে চড়েই যাতায়াত করতেন জগজ্জননী মা সারদা। কিন্তু সে পথ ছিল বড় কষ্টের। জয়রামবাটি থেকে গোরুর গাড়িতে চড়ে প্রায় ৪০ কিমি পাড়ি দিয়ে পৌঁছাতে হত বিষ্ণুপুর স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে যেতে হত কলকাতায়। এবার আর ট্রেন ধরার জন্য বিষ্ণুপুর যাওয়া নয়, সরাসরি মায়ের গাঁ জয়রামবাটির উপর দিয়েই ছুটবে ট্রেন। রেল সূত্রে জানা গেছে ২০০০ - ২০০১ অর্থবর্ষে বিষ্ণুপুর তারকেশ্বর রেলপথ নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০০২ -২০০৩ সালে প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। ২০০৬-২০০৭ সালে এই প্রকল্পের জন্য শুরু হয় এই রেলপথের জমি অধিগ্রহণের কাজ। ২০০৮-২০০৯ সালে রেল লাইন পাতার কাজ শুরু হয়। বিষ্ণুপুর তারকেশ্বর রেলপথের মধ্যে বিষ্ণুপুর থেকে গোকুলনগর পর্যন্ত রেললাইন পাতার কাজ সম্পূর্ণ করে ২০১০ সালেই ওই পথে ট্রেন চলতে শুরু করে। বছর দুই পর সেই রেল যোগাযোগ গোকুলনগরের পরিবর্তে সম্প্রসারিত হয় ময়নাপুর পর্যন্ত। কিন্তু একদিকে ভাবাদিঘি সমস্যা অন্যদিকে রেলের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে তারপর থেকেই এই প্রকল্পের কাজ শ্লথ হয়ে আসে। কিন্তু সম্প্রতি ওই পথে বড় গোপীনাথপুর হয়ে জয়রামবাটি পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ শেষ করে ফেলেছে রেল। জয়রামবাটিতে মাতৃমন্দিরের আদলে তৈরী করা হয়েছে সুদৃশ্য স্টেশন। রেল সূত্রে জানা গেছে অসম্পূর্ণ কিছু ছোটখাটো কাজ শেষ করে খুব দ্রুত জয়রামবাটি পর্যন্ত রেল যোগাযোগ সম্প্রসারিত করা হবে। আর এতেই খুশি স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে জয়রামবাটি মাতৃ মন্দির কর্তৃপক্ষ। **ছবি চিরঞ্জিত বিশ্বাস**

সরকারি প্রকল্পে মাছ বিতরণে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠল মালদায়

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: সরকারি প্রকল্পে মাছ বিতরণে উঠল পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। বিরোধী দলের সমর্থক মৎস্যজীবিদের মাছ না দেওয়ার অভিযোগ উঠল মালদার মানিকচকে। জানা গেছে, মঙ্গলবার মানিকচক ব্লক মৎস্য দপ্তর এবং মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে মৎস্যজীবিদের মধ্যে চারাপোনা মাছ বিতরণ করা হয়। মৎস্যজীবিদের অনেকেই বিনামূল্যে মাছের পোনাপানা পান। কিন্তু অনেকে আবার মাছের চারা না পেয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বঞ্চিত মৎস্যজীবিদের অভিযোগ, তৃণমূল সমর্থক মৎস্যজীবির মাছের চারা পেয়েছেন। কিন্তু তারা বিরোধী দলের সমর্থক। তাই মৎস্যজীবির কার্ড থাকা সত্ত্বেও মাছ পেলেন না। তাদের নামে মাছ আসেনি বলে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। আসলে সরকারি মাছ বিতরণে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। তাই গোটা ঘটনা জানিয়ে তারা মানিকচক বিডিও সহ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে অভিযোগ করবেন। সকলেই যাতে মাছের চারা পান সেই দাবী জানালেন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল পরিচালিত মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ মহম্মদ আসিরুদ্দিন।

রঞ্জিতপাড়ায় পথ দুর্ঘটনায় নিহত একজন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। পুলিশ জানিয়েছে মৃতের নাম মর্জেম মোল্লা(৭০)। তার বাড়ি রঞ্জিতপাড়া এলাকাতেই। স্থানীয় সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকালে রঞ্জিতপাড়ার একটি ইটভাটায় মাটি ফেলে ফেরত যাচ্ছিল দু'টি ট্রাক্টর। সে সময় দুই ট্রাক্টরের চালক পাল্লা দিয়ে দ্রুত গতিতে ওভারটেক করতে গিয়ে সামনের একটি সাইকেলে সজরে ধাক্কা মারে। সাইকেলে থাকা ওই প্রৌঢ় বাজার করে বাড়ি ফিরছিল। ট্রাক্টরের ধাক্কায় তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান। ট্রাক্টরের চাকায় পৃষ্ঠ হন তিনি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। স্থানীয় বাসিন্দারা ট্রাক্টরের ওই দুই চালককে ধরে রাখে। ঘটনার জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে আহেসানপুর হরিরামপুর রাজ্য সড়ক। তৎক্ষণাৎ মুর্শিদাবাদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে দীর্ঘক্ষণ রাস্তার পাশে মৃতদেহ পড়ে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুতগতিতে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বেকারির গোডাউনে ভয়াবহ আগুন

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়ার বাগনান থানার খাদিনান এলাকায় একটি বেকারি কারখানায় সোমবার গভীর রাতে আচমকাই আগুন লাগে। মুহূর্তে সেই আগুন পাশের একটি গোডাউনে ছড়িয়ে পড়ে। ওই গোডাউনে প্রচুর প্লাস্টিক মজুত থাকায় পরে সেই আগুন আশেপাশে থাকা বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় পরে খবর দেওয়া হয় দমকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে যান বাগনান থানার আইসি অভিজিৎ দাস-এর উপস্থিতিতে বিশাল পুলিশবাহিনী। কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকলের কর্মীরা। তবে এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল তা তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও পুলিস আধিকারিকরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শিশু কন্যাকে যৌন হেনস্থায় গ্রেফতার ১

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: যৌন নির্যাতনের ঘটনায় গ্রেফতার হয় এক যুবক। জানা যায় চার বছরের এক আদিবাসী শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতন করার অভিযোগের ভিত্তিতে এক আদিবাসী যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি বীরভূমের মল্লারপুর থানার ম্যানেজার পাড়া গ্রামে। ধৃতের নাম সনু মুর্মু। সোমবার রাতেই অভিযুক্তকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, সোমবার বিকেলে বীরভূমের মল্লারপুর থানার ম্যানেজার পাড়ার বাসিন্দা সনু মুর্মু তার বাড়িতেই প্রতিবেশী চার বছরের এক শিশুকন্যাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন করে। বিষয়টি শিশুকন্যার মা বুঝতে পারলে এদিন রাতেই মল্লারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতেই নির্যাতিতা শিশুকন্যাটিকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রাতেই অভিযুক্ত সনু মুর্মুকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে মল্লারপুর থানার পুলিশ।

কংগ্রেসের ইফতার মজলিশ

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুর শহর ও ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ইফতার মজলিসের আয়োজন করা হয়েছিল যাতে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় বোলপুর শহর ব্লক কংগ্রেসের কার্যালয়। শিব কিংকর সাহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জয়নগরে তৃণমূলের ইফতার মজলিশ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: ২৪ শে রমজানে উত্তর দুর্গাপুর অঞ্চল তৃনমূল কংগ্রেসের পরিচালনায় এবং উত্তর দুর্গাপুরঅঞ্চল তৃনমূল যুব কংগ্রেসের সহযোগীতায় মঙ্গলবার জয়নগর থানার উত্তর দুর্গাপুর পেট্রোল পাম্পে দাওয়াত -ই -ইফতার মজলিস হয়ে গেল।এদিন এই ইফতারে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস, জেলা তৃনমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, মাওলানা ক্বারী জনাব জাকারিয়া লস্কর,মহ; মাওলানা জাকারিয়া মন্ডল, ইমাম হাফেজ কারী মাহামুদল হাসান মন্ডল,উত্তর দুর্গাপুর পঞ্চায়েত প্রতিনিধি সামসুল লস্কর, ছাত্তার সেখ,অভিজিৎ ব্যানার্জী, জয়নগর ২ নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ ওয়াহিদ মোল্লা, রূপম লস্কর,প্রাক্তন উপপ্রধান আবুল কাহার লস্কর সহ আরো অনেকে।এদিন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, পশ্চিম বাংলা সব ধর্মের মিলনস্থল। তাই তো আমরা সবাই মিলে একত্রে সাথে বাস করি।আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই।

জয়সূচক গোল করে আর্জেন্টিনাকে হারানোর ঘোষণা রাফিনিয়ার

আপনজন ডেস্ক: ২০১৯ সালের পর আর্জেন্টিনার বিপক্ষে জয় নেই ব্রাজিলের। এর মধ্যে দুই দল চারবার মুখোমুখি হলেও তিনটিতে হেরেছে ব্রাজিল এবং ড্র করেছে অন্য ম্যাচে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়খরা কাটাতে আগামীকাল ভোরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচটাকে পাখির চোখ করেছে দলটি।
এমনকি এই ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে হারানোর আগাম ঘোষণা দিয়ে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে দিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনিয়া। বার্সেলোনার এই তারকা ফরোয়ার্ড অবশ্য শুধু হারানোর ঘোষণা দিয়েই থামেননি, বরং যুদ্ধের ঘোষণাই যেন দিয়ে রাখলেন। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোমারিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে 'রোমারিও টিভি'তে রাফিনিয়া বলেছেন, 'আমরা তাদের অবশ্যই হারাব। গুঁড়িয়ে দেব। মাঠে এবং প্রয়োজন হলে মাঠের বাইরেও। নিশ্চিতভাবে আমি গোল করতে যাচ্ছি। আমরা যা আছে সব নিয়ে মাঠে নামব।' সাম্প্রতিক সময়ে আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল ম্যাচ বেশ উত্তাপ ছড়িয়েছে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রথম লেগের ম্যাচে মারাকানায় মারামারি আর সংঘর্ষে তুলকালাম কাণ্ড হয়েছে। এমনকি নাটকীয় বিতর্কে একটি ম্যাচ তো মাঠেই গড়াতে পারেনি। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রও অবশ্য আছে। ২০২১ সালে কোপা আমেরিকার ফাইনালে হারের পর মেসিকে জড়িয়ে নেইমারের কান্নার দৃশ্য এবং পরে একসঙ্গে বসে আড্ডা দেওয়া ছবি দুই দলের উত্তপ্ত সম্পর্ককে খানিকটা শীতল করেছিল। কিন্তু রাফিনিয়ার এবারের মন্তব্য নিশ্চিতভাবেই আগুনে নতুন করে ঘি ঢালল।
যদিও সংবাদ সম্মেলনে রাফিনিয়ার মন্তব্যকে উসকে না দিয়ে বন্ধুত্বের বার্তাই দিয়েছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি।
রাফিনিয়ার 'যুদ্ধ' ঘোষণার জবাবে স্কালোনি বলেছেন, 'মাঠে যোদ্ধা এবং মাঠের বাইরে বন্ধু। আমি খেলোয়াড়ের বিবৃতি নিয়ে খুব গভীরে যেতে চাই না। কিন্তু আমি এটা সম্পর্কে জানি। আর্জেন্টিনা বনাম ব্রাজিল গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। কিন্তু এরপরও এটা একটা ফুটবল ম্যাচ। এর বাইরে যাওয়া উচিত নয়।' এ সময় মেসি-নেইমারের বন্ধুত্বের কথাও মনে করিয়ে দেন স্কালোনি, 'কোপা আমেরিকা ফাইনালের পর মারাকানায় আমি মেসি-নেইমারের ছবিটার কথা মনে করতে পারি। এই আবহটা ধরে রাখতে হবে। বিশ্বের সেরা এবং সম্ভবত দ্বিতীয় সেরা খেলোয়াড়ের একসঙ্গে থাকা, বন্ধু হওয়া। এই চিত্রটাই আমাদের প্রয়োজন।'
ম্যাচে সীমা অতিক্রম না করার বার্তায় জোর দিয়ে স্কালোনি আরও বলেছেন, 'এটা ফুটবল ম্যাচ, যা আমরা দুই দলই জিততে চাই। আমাদের সবার ব্রাজিলিয়ান বন্ধু আছে। আমি তাদের অনেককেই চিনি। আমাদের এর বাইরে যাওয়া উচিত হবে না।'

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের সঙ্গে ড্র করল ভারত

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গলবার শিলংয়ে ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচটি গোলশূন্য (০-০) ড্র হয়েছে। প্রথমার্ধে ভারত সবচেয়ে সহজ সুযোগ পায় ৩০ মিনিটে। পাল্টা আক্রমণ থেকেই সেই সুযোগটি এসেছিল ভারতের সামনে। উদান্তা সিংয়ের শট ঠেকিয়ে দেন বাংলাদেশের তরুণ ডিফেন্ডার শাকিল আহমেদ তপু। ফিরতে বলে বক্স থেকে শট নিয়েছিলেন ফারুক হাজি। তবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় সেই বল নিজের আয়ত্বে নিয়ে দলকে বাঁচান বাংলাদেশ গোলরক্ষক মিতুল মারমা।
শিলংয়ের যে মাঠে মালদ্বীপকে কয়েকদিন আগেই ভারত হারিয়েছিল, ঠিক সেই মাঠেই এবার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিততেই পারল না ভারতীয় ফুটবল দল। চেনা গেল না। ফিফা ক্রমতালিকায় অনেকটাই নিচে থাকা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোনওরকমে ড্র করল ভারত। যে কয়েকটি সুযোগ এসেছিল, সেগুলিও কার্যত, নষ্ট করলেন সুনীলরা। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম ম্যাচ এভবেই ভারত গোলশূন্য অবস্থাতে শেষ করল।
ছন্নছাড়া ফুটবলে ঘরের মাঠে পয়েন্ট নষ্ট করল হল মানোলো মারকুয়েজের ছেলেরা। এদিন ম্যাচের শুরু থেকে মাঝমাঠের দখল নেওয়ার চেষ্টা করলেও কিছুতেই যেন পেরে উঠছিল না ভারত। যদিও খেলার ৩০ মিনিটে, লিস্টনের ক্রস থেকে জোরালো হেড করেন উদান্তা সিং। কিন্তু সেই হেড প্রতিহত হলে ফিরতি বল পান ফারুখ। তবে গোল করতে পারেননি তিনি। আবারও একটি সহজ সুযোগ নষ্ট। দ্বিতীয়ার্ধে দুই উইং ধরে ভারত লাগাতার আক্রমণ শুরু করে। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে, বাঁ-প্রান্ত থেকে লিস্টনের বিষাক্ত ক্রসে হেড করে বল জালে জড়াতে পারেননি সুনীল। তার কিছুক্ষণ পর বাংলাদেশও সুযোগ নষ্ট করে। তবে তারপরেও সুযোগ আসে সুনীলের কাছে। কিন্তু তাঁর শট বারপোস্টের উপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। তবে খেলার ৬৮ মিনিটে, হেড মিস করেন শুভাশিস। নিঃসন্দেহে, এদিন ডিফেন্স লাইনে বাড়তি সামলেছেন তিনি।
কিন্তু ম্যাচের ৮৩ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি বক্সে অরক্ষিত অবস্থায় বল পেয়ে যান সুনীল। কিন্তু তাঁর হেড বাইরে যায়। তারপরেই সুনীলকে তুলে নেন কোচ। ম্যাচের একেবারে শেষদিকে বিশাল গুরুত্বপূর্ণ সেভটি না করলে, মুখ পুড়ত ভারতের। প্রথমার্ধ শেষ করার শেষ সুযোগ বাংলাদেশ পেয়েছিল ৮২ মিনিটে। ডান দিক দিয়ে তৈরি হওয়া আক্রমণে ভারতীয় গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন মজিবুর রহমান জনি।
তবে তিনি ঠিকঠাকমতো শট নেয়ার আগে দৌড়ে এসে বাধা দেন ভারতের গোলরক্ষক। ফলে শেষ রক্ষা হয় ভারতের। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের দু' দেশের প্রথম ম্যাচ শেষ হয় গোলশূন্যভাবে।

নিউজিল্যান্ড দলে নতুন ক্রিকেট তারকা এখন মুহাম্মদ আব্বাস

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে নিউজিল্যান্ড। যে দলে একটি নাম ভক্তদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথমবার নিউজিল্যান্ড দলে সুযোগ পেয়েছেন অলরাউন্ডার মুহাম্মদ আব্বাস। কে এই মুহাম্মদ আব্বাস? ২১ বছর বয়সী আব্বাসের জন্ম লাহোরে। তাঁর বাবা আজহার আব্বাস পাকিস্তানে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন। এরপর নিউজিল্যান্ডে পাড়ি জমানোর পর খেলেছেন ওয়েলিংটন ও অকল্যান্ডের হয়েও। বর্তমানে ওয়েলিংটনে সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করছেন এই পেসার। আব্বাসের বেড়ে ওঠা অকল্যান্ডে। ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলার কথা ছিল আব্বাসের। তবে কোয়ারেন্টিন বাধ্যবাধকতায় শেষ পর্যন্ত টুর্নামেন্ট থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয় নিউজিল্যান্ড। গত ফেব্রুয়ারিতে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ওয়েলিংটনের হয়ে প্রথম সেঞ্চুরি করেন আব্বাস। সব মিলিয়ে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ম্যাচ খেলেছেন ১৫টি। প্রায় ৩৫ গড়ে আব্বাস রান করেছেন ৪৫৪, উইকেট পেয়েছেন ৫টি। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ম্যাচ খেলেছেন ২১টি। ৬টি ফিফটির সঙ্গে সেঞ্চুরি আছে ২টি। গড় ৩৬.১৩। ৩০.৪১ গড়ে উইকেট নিয়েছেন ১২টি।
পাকিস্তানের বিপক্ষে দলে সুযোগ পেয়েছেন আরেক নতুন মুখ ওয়েলিংটনের আরেক ব্যাটসম্যান নিক কেলি। পাকিস্তান সিরিজে নিউজিল্যান্ডের মূল দলের অনেক ক্রিকেটারই নেই। মিচেল স্যান্টনার, রাচিন রবীন্দ্ররা আইপিএল নিয়ে ব্যস্ত। কেইন উইলিয়ামসন আইপিএলে সুযোগ না পেলেও এই সিরিজে খেলবেন না। আইপিএলে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন এই ক্রিকেটার।
অধিনায়ক স্যান্টনারের জায়গায় এই সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান টম ল্যাথাম। দলে ফিরেছেন ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সর্বশেষ নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলা আদিত্য অশোক।

২০২৭ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোচ সিমন্সই

আপনজন ডেস্ক: গুঞ্জনটা আগে থেকেই ছিল মেয়াদ বাড়ছে ফিল সিমন্সের। আজ সেই গুঞ্জনটাই সত্যি হলো। ২০২৭ সাল পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোচের সঙ্গে চুক্তি করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আজ এক বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিসিবি। চন্দিকা হাতুরাসিংহ চাকরিচ্যুত হওয়ার পর স্বল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব পেয়েছিলেন সিমন্স। নির্দিষ্ট করে বললে শেষ হওয়া চ্যাম্পিয়নস ট্রফি পর্যন্ত। ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখেই ৬১ বছর বয়সী কোচকে দায়িত্ব দিয়েছে বিসিবি।

একবেলা খাবারের জন্য হয়েছিলেন আম্পায়ার, এখন ছক্কা মেশিন

আপনজন ডেস্ক: আশুতোষ শর্মা একজন ছক্কা মেশিন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৩২ ম্যাচে ৬১ ছক্কা মারা এই ডানহাতি ব্যাটসম্যানের কদরটাই ছক্কা মারতে পারার জন্য। কাল আইপিএলের সৌজন্যে পুরো বিশ্ব আরও একবার আশুতোষের সামর্থ্য দেখল।
সহজেই ছক্কা মারা আশুতোষের জীবনের গল্পটা অবশ্য সহজ নয়। একটা সময় গেছে এমন যখন একবেলা খাবার জোগাড় করতে খেলার পাশাপাশি আম্পায়ারিংও করেছেন এই ক্রিকেটার।
কাল ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার আশুতোষ যখন উইকেটে আসেন, দিল্লির রান তখন ৫ উইকেট ৬৬। দলটির জন্য ২১০ রানের লক্ষ্য ছোঁয়া তখন অসম্ভব মনে হচ্ছিল। আশুতোষ ইনিংসের প্রথম ২০ বলে করেন ২০ রান। তখন দিল্লির হাতে উইকেট আছে ৪টি, জিততে দরকার ৫ ওভারে ৬২। সেখান থেকে নিজের ইনিংসে পরের ১১ বলে ৫ ছক্কায় ৪৬ রান করে দলকে ১ উইকেটের জয় এনে দেন আশুতোষ।
আশুতোষের জীবনের গল্পটাও তাঁর ইনিংসের মতো ফিরে আসার গল্প। জন্ম মধ্যপ্রদেশের রাতলামে। শহরটিকে ক্রিকেট খেলার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ছিল না। আট বছর বয়সে তাই শহর ছেড়ে গেছেন ইন্দোরে। সেখানে গিয়ে থেকেছেন ছোট এক রুমে।
ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, অনেক সময়ই খাবারের জন্য টাকাও থাকত না আশুতোষের। সে কারণেই বাড়তি আয়ের জন্য আম্পায়ারিং করতেন।
২০১৮ সালে প্রথম মুশতাক আলী ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশের হয়ে খেলার সুযোগ পান। ২০১৯ সালে মধ্যপ্রদেশের হয়ে করেন ২৩৩ রান। এমন পারফরম্যান্সের পরও ২২ বছর বয়সী আশুতোষ দল থেকে বাদ পড়েন। এরপর প্রায় চার বছর কোনো ধরনের শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে খেলার সুযোগ পাননি এই ব্যাটসম্যান।
২০২৩ সালে আশুতোষের রেলওয়ের হয়ে খেলার সুযোগ আসে। আসলে এই সুযোগটাই আশুতোষের জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে।
রেলওয়ের হয়ে মুশতাক আলী ট্রফিতে ১১ বলে ফিফটি করে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দ্রুততম ফিফটির রেকর্ড গড়েন এই হার্ড হিটার। চোখে পড়েন পাঞ্জাব কিংসের।
মাত্র ২০ লাখ টাকায় তাঁকে দল নিয়ে নেয় পাঞ্জাব।
২০২৪ সালের আইপিএলে ৯ ইনিংসে ১৬৭ স্ট্রাইক রেটে করেন ১৮৯ রান। আহামরি কিছু নয়! তবে অন্য দলগুলোর চোখে পড়ার জন্য যথেষ্ট ছিল তাঁর স্ট্রাইক রেট। ৩ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে তাঁকে দলে নেয় দিল্লি। আর প্রথম ম্যাচেই দিল্লিকে অবিশ্বাস্য জয় এনে দিয়েছেন সেই আশুতোষ।

শচীন তেণ্ডুলকার ও বিল গেটসের খাওয়া নিয়ে জোর জল্পনা

আপনজন ডেস্ক: দুজনেই দুই ভুবনের মহারথী। একজন ক্রিকেটের, অন্যজন প্রযুক্তি-দুনিয়ার। দুজনের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলেই ভিডিও তিনটি শোভা পাচ্ছে এবং ভাইরালও হয়েছে। আচ্ছা, দুই মহারথীর নাম দুটো বলে দেওয়া যাক—শচীন তেণ্ডুলকার ও বিল গেটস।
মাইক্রোসফটের সহপ্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস তিন বছরের মধ্যে এ নিয়ে তৃতীয়বার ভারতে গিয়েছেন। এবার গিয়েছেন তাঁর গেটস ফাউন্ডেশনের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে।
যুক্তরাষ্ট্রের এই ধনকুবের এবারের ভারত সফরে দেশটির বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে তেণ্ডুলকারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন গেটস।
এই সফরে তেণ্ডুলকারের সঙ্গে বিশেষ তিন মুহূর্তের ভিডিও নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করেন তিনি। তেণ্ডুলকারও তিনটি ভিডিও পোস্ট করেন তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে। চার দিন আগে গেটস ও তেণ্ডুলকারের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ভিডিওতে দেখা যায়, দুজন একসঙ্গে বসে একই খাবার খাচ্ছেন। পাত্রের ওপর রাখা খাবারটি দেখতে অনেকটাই বার্গার ও স্যান্ডউইচের মতো।
দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, বেশ মজা করে খাচ্ছেন দুজন। ভিডিওর স্ক্রিনে লেখা, 'সার্ভিং সুন।' গেটসের পোস্ট করা এই ভিডিওর ক্যাপশনে লেখা, 'কাজে নামার আগে স্ন্যাক ব্রেক।' তা, কাজটা কী, সেটা নিয়ে গেটস নিজের ব্লগে লিখেছেন, 'আমি নতুন আইডিয়া নিয়ে ফিরেছি। কারণ, ভারত স্মার্ট ও উচ্চাভিলাষী মানুষে পরিপূর্ণ, যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন কিছু সমস্যা লোকে সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে মোকাবিলা করছে।' সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, গেটস ও তেণ্ডুলকার পাশাপাশি বসে যে খাবারটি খাচ্ছিলেন, সেটি মুম্বাইয়ের বিখ্যাত স্ট্রিট ফুড 'বড় পা'।
কিছুদিন আগে বিশ্বের সেরা স্যান্ডউইচের তালিকায় এ খাবারটি জায়গা পেয়েছে বলে জানিয়েছে টেলিগ্রাফ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান ও সেঞ্চুরির রেকর্ডধারী তেণ্ডুলকার ও গেটসের এই ভিডিও ১০ হাজারের বেশি শেয়ার হয়েছে। তিন দিন আগে গেটস ও তেণ্ডুলকারের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল থেকে আরও একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়। সেখানে দেখা যায়, টেনিস কোর্টের এক প্রান্তে র‍্যাকেট হাতে গেটস সার্ভিস করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অন্য প্রান্তে তেণ্ডুলকারও র‍্যাকেট হাতে প্রস্তুত, তবে তাঁর প্রস্তুতি একটু অন্য রকম। ব্যাকেটটি নিয়ে ব্যাটিং করার স্টান্সে দাঁড়িয়েছেন।

কেপিজে হাসপাতাল থেকে সরানো হল হৃদরোগে আক্রান্ত তামিমকে

আপনজন ডেস্ক: হার্ট অ্যাটাকের পর থেকে গাজীপুরের কেপিজে স্পেশালাইজড হাসপাতালেই চিকিৎসা নিচ্ছিলেন তামিম ইকবাল। কাল সেখানে সফলভাবে তাঁর হার্টে রিংও পরানো হয়েছে। তবে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণের ৪৮ ঘণ্টা শেষ হওয়ার আগেই হাসপাতাল বদলানো হচ্ছে তামিমের। কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল থেকে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে তাঁকে। আজ ইফতারের পরই অ্যাম্বুলেন্সে করে কেপিজে হাসপাতাল ছেড়েছেন তিনি।
তামিমের হাসপাতাল বদলের খবরটি প্রথম আলোকে নিশ্চিত করেছেন কেপিজে হাসপাতালের কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটের ইনচার্জ রাসেল হোসেন। তিনি বলেন, 'পারিবারিক সিদ্ধান্তেই তাঁকে এভারকেয়ারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ওখানেও তিনি পর্যবেক্ষণেই থাকবেন।' কাল বিকেএসপিতে শাইনপুকুরের বিপক্ষে মোহামেডানের ম্যাচের আগে অসুস্থ হয়ে পড়েন তামিম। সেখান থেকে তাঁকে বিকেএসপির অদূরের কেপিজে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এনজিওগ্রামের পর তামিমের মূল আর্টারিতে শতভাগ ব্লক পাওয়া গেলে তাঁকে তাৎক্ষণিক রিং পরানো হয়। বিসিবির প্রধান চিকিৎসক দেবাশীষ চৌধুরী কাল বিকালে সাংবাদিকদের বলেছিলেন তামিমকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে, এর মধ্যে প্রথম ২৪ ঘণ্টা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২৪ ঘণ্টা পেরোনোর পরও তামিমকে আরও একদিন কেপিজে হাসপাতালে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকেরা। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে আসা হচ্ছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরবর্তী চিকিৎসা প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হবে।

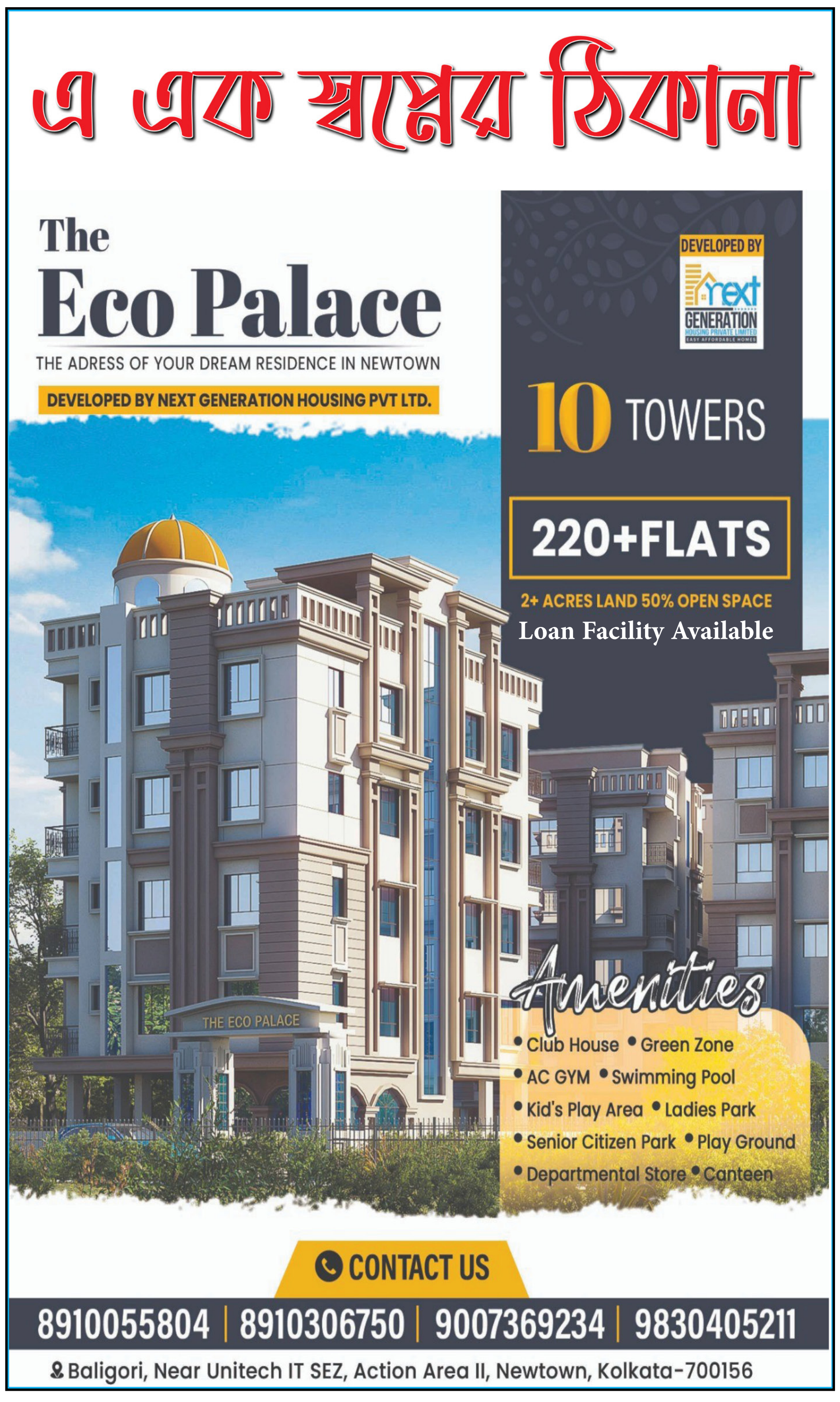

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**